POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا
يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(আল মায়েদা: ৭৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 23

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 5 June, 2025 8 জুল হজ্জ-1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

বড় বড় ইংরেজ গবেষকরাও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ইসলামের সত্যতার প্রভাব এতটাই শক্তিশালী যে তা ভিন্ন জাতির মানুষদেরকেও ইসলামের বাহুপাশে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

নৈতিক নিদর্শন

আল্লাহ্ তা'লার নিকট সংশোধন যাচনা করা এবং নিজের শক্তিবৃত্তি খরচ করার নামই হল ঈমান। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে -ব্যক্তি বিশ্বাস সহকারে দোয়ার জন্য হাত তোলে, আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন না। অতএব, খোদার নিকট প্রার্থনা কর আর বিশ্বাস ও সদিচ্ছা নিয়ে যাচনা কর। আমার উপদেশ এটাই- উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শন করা অলৌকিক নিদর্শনের নামান্তর। যদি কেউ বলে, সে অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনকারী হতে চায় না, তবে তার স্মরণ রাখা উচিত যে, শয়তান তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে। অলৌকিক নিদর্শনাবলীর অর্থ বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ড প্রদর্শন নয়। অলৌকিক নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে মানুষ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হয় এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আমি তোমাদের পুনরায় বলছি, বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ড প্রদর্শন নৈতিক উৎকর্ষের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, এটি শয়তানী প্ররোচনা। দেখ, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী কোটি কোটি মুসলমান কি অস্ত্র ও বাহুবলে মুসলমান হয়েছে? না, একথা সর্বৈব মিথ্যা। এটি ছিল ইসলামের অলৌকিক প্রভাব যা তাদেরকে এদিকে টেনে নিয়ে এসেছে। অলৌকিক নিদর্শন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। সেগুলির মধ্যে একটি নৈতিক উৎকর্ষ যা প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল। যারা মুসলমান হয়েছে, তারা কেবল সত্যবাদীদের নিদর্শন দেখেছে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ধরা দিয়েছে, তারা তরবারি দেখে নি। বড় বড় ইংরেজ গবেষকরাও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ইসলামের সত্যতার প্রভাব এতটাই শক্তিশালী যে তা ভিন্ন জাতির মানুষদেরকেও ইসলামের বাহুপাশে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৫)

ধর্মকে সব সময় প্রাধান্য দিন। আর সব সময় মনে রাখবেন, প্রত্যেক আহমদীর সঙ্গে আহমদীয়াত এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও ইসলামের সম্মান জড়িত রয়েছে।

জলসার এইদিনগুলিতে আপনারা সম্পূর্ণভাবে জগতের ভালবাসাকে দমন করুন এবং পুর্ণত খোদা তা'লার ভালবাসা এবং তাঁর নবীর ভালবাসাকে প্রধান্য দিন এবং খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করুন।

পর্তুগালের ১৮তম জলসা (২০১৯) উপলক্ষ্যে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

জামাতে আহমদীয়া পর্তুগাল-এর প্রিয় সদস্যবৃন্দ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহ

আমি একথা জেনে আনন্দিত হলাম যে, আপনারা ২০১৯ সালে ১৮তম সালানা জলসার আয়োজন করছেন। দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে সর্বোচ্চ সফলতা দান করুন। জলসায় অংশগ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা আধ্যাত্মিকতার উচ্চ কল্যাণে ভূষিত করুন আর পুণ্য ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন।

আপনাদের সব সময় একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর বয়আতে আসার পর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি অন্যতম নেয়ামত ও বরকত হল জলসা সালানা। এটি এক অনন্য সমাবেশ যা আমাদেরকে অন্তরকে পবিত্র করার সুযোগ দেয় যাতে আমরা তাকওয়ার পথে অগ্রণী হই। এই জলসা আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানকে উন্নত করার পাশাপাশি নিজেদের ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির তৌফিক দান করে। অনুরূপভাবে আমরা আরও ভালভাবে খোদা তা'লা ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হই।

জলসার এইদিনগুলিতে আপনারা সম্পূর্ণভাবে জগতের ভালবাসাকে দমন করুন এবং পুর্ণত খোদা তা'লার ভালবাসা এবং তাঁর নবীর ভালবাসাকে প্রধান্য দিন এবং খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করুন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এমন মানুষদের বিষয়ে নিজের অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন যারা এই উদ্দেশ্য নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করে না এবং নিজেদের সংশোধন করার চেষ্টা করেন।

তিনি (আ.) বলেন, আমি জাগতিক আড়ম্বর প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই যুগের সিজদানশীনদের ন্যায় তাদেরকে একত্রিত করতে চাই না যারা আমার বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বরং যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছে সেটা হল আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির সংশোধন করা।

অতএব অধিকহারে যিকরে ইলাহিতে রত থাকুন এবং জলসা চলাকালীন সময়েও, বিরতিতেও এবং রাত্রিতেও দোয়া করতে থাকুন। দৃঢ় সংকল্প করুন যে, হে আল্লাহ্! আমরা সদিচ্ছা নিয়ে সেই জলসায় অংশগ্রহণ করছি যার সূচনা হয়েছিল কেবল তোমার অভিপ্রায় ও সমর্থনে। আমরা কেবল তোমার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তোমার যিকর এবং তোমার ভালবাসা অর্জনের জন্য জলসায় অংশগ্রহণ করছি। তুমি আমাদেরকে সেই সকল আশিস ও কল্যাণের উত্তরাধিকারী কর যা তুমি এই জলসার সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছ। আমাদের মধ্যে সেই পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি কর যা তোমার অভিপ্রায়, যে উদ্দেশ্যে তুমি তোমার সত্য সেবক হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছ, যাতে আমরা নিষ্ঠাসহকারে তাঁর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

জলসার পর আপনারা নিজেদের জাগতিক বিষয়াদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু এই জলসায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা আপনাদেরকে তখনই লাভবান করবে যখন আপনারা ধর্মীয় বিষয়াদিকে জাগতিক বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দিবেন। ধর্মকে সব সময় প্রাধান্য দিন। আর সব সময় মনে রাখবেন, প্রত্যেক আহমদীর সঙ্গে আহমদীয়াত এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও ইসলামের সম্মান জড়িত রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষামালার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং আপনাদের জলসাকে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং আপনারা এই জলসা থেকে লাভবান হোন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে বয়আতের দাবি পূর্ণ করার সামর্থ্য দান করুন এবং সর্বদা খিলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশ্বস্ত রাখুন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে নিজেদের জীবনে প্রকৃত পরিবর্তন আনয়নের তৌফিক দান করুন এবং পুণ্য ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করে মানবতা ও ইসলামের সাহায্যকারী হিসেবে গড়ে তুলুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আপনাদের সহায় হোক। আমীন।

ওয়াসসালাম

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

আমরা যদি দোয়ার প্রকৃত শর্ত অনুযায়ী দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তবেই সফলতা (অর্জিত হবে)। আমাদের অস্ত্র তো কেবল দোয়া।..... প্রকৃতপক্ষে দোয়াই হলো আমাদের সফলতার চাবিকাঠি।

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, যুদ্ধক্ষেত্রে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পরও এক প্রতিপক্ষকে হত্যা করার ঘটনা শুনে মহানবী (সা.) আমাকে বললেন: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟ অর্থাৎ, সে সত্য বলছে কি-না তা জানার জন্য তুমি তার হৃদয় চিরে কেন দেখলে না? তিনি (সা.) একথাটি আমার সামনে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। এমনকি তখন আমার আকাঙ্ক্ষা জাগে, হায়! আমি যদি সেদিনই মুসলমান হতাম।

কিন্তু বর্তমান যুগের মৌলভীরা মনে করে, তারা আহমদীদের হৃদয় চিরে দেখেছে, তাই তাদের জন্য আহমদীদের শহীদ করা এবং অত্যাচার করা তাদের জন্য বৈধ। আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। আজকাল পাকিস্তানের মৌলভী এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা জান্নাতে যাওয়ার কথা বলে, 'আহমদীদের হত্যা করো, তাহলে জান্নাতে যাবে।' কিন্তু তারা জানে না, তাদের এই অপকর্ম তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত করছে। কখনো না কখনো আল্লাহ্র শাস্তি তাদের ওপর নেমে আসবেই।

৭ম ও ৮ম হিজরীতে সংঘটিত কতিপয় যুদ্ধ ও সেনাভিযানের বর্ণনার প্রেক্ষাপটে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবন চরিত

সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতার কথা মাথায় রেখে দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত ১৮ই এপ্রিল, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (১৮ই শাহাদাত, ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজ আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে আরো কিছু অভিযান ও যুদ্ধের উল্লেখ করব। ইতিহাসে তুরবাহ অভিমুখে হযরত উমর বিন খাত্তাবের একটি অভিযানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অভিযান ৭ হিজরির শাবান মাসে সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাবকে হাওয়াযিন গোত্রের দিকে তুরবাহ নামক স্থানে পাঠান। তুরবাহ মদিনা থেকে প্রায় ৩৩৩ মাইল দূরে সানা ও নাজরানের রাজপথে অবস্থিত। মহানবী (সা.) হযরত উমরকে ত্রিশজন সাহাবীর সাথে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। এই অভিযানে পাঠানোর কারণ ছিল এই যে, আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর কাছে তুরবাহ অঞ্চলের লোকদের বিষয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সংবাদ এসেছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৯-৯০) (গাযওয়াহ ওয় সারিয়্যা, পৃ: ৩৯১)

হযরত উমর রওয়ানা হন এবং তাঁর সাথে বনু হেলাল গোত্রের একজন ব্যক্তি গাইড হিসেবে ছিলেন। সাহাবীরা রাতে ভ্রমণ করতেন এবং দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতেন। তুরবাহ অঞ্চলের লোকজন খবর পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। হযরত উমর তাদের এলাকায় পৌঁছলেন, কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না, বরং তিনি তাদেরকে উঁচু স্থানে আরোহন করা অবস্থায় পেলেন। তারা পাহাড়ে চলে গিয়েছিল এবং তাদের সমস্ত সম্পদ ও গবাদি পশু সেখানে ছিল, যা দখল করে নেওয়া হয়েছিল, কারণ তারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। এরপর তারা সেসব সামগ্রী নিয়ে মদিনার দিকে ফিরে চললেন। যখন তারা যুলজাদার স্থানে পৌঁছলেন, যা কুবার পাশে মদিনা থেকে ছয়-সাত মাইল দূরবর্তী একটি চারণভূমি, তখন বনু হেলালের সেই ব্যক্তি হযরত উমরকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি আরেকটি দলের উপর আক্রমণ করবেন যারা বনু খাসাম গোত্রের অন্তর্গত? তারা সবাই নিজ এলাকায় দুর্ভিক্ষের কারণে এখানে চলে এসেছে। হযরত উমর বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে এই নির্দেশ দেননি। তিনি আমাকে শুধু এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তুরবাহ অঞ্চলে হাওয়াযিন গোত্রের সাথে যুদ্ধ করি। তারপর হযরত উমর মদিনায় ফিরে আসেন।

(শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৪-৩০৫)

কারণ এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী ছিল। এখান থেকে এই অভিযোগও মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানরা বিনা কারণে আক্রমণ করত।

এরপর একটি অভিযান হলো হযরত বশীর বিন সাদ-এর ফাদাক-এ বনু মুররাহ-র বিরুদ্ধে অভিযান। এই অভিযান ৭ হিজরির শাবান মাসে হযরত বশীর বিন সাদ-এর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। হযরত বশীরের উপনাম ছিল আবু নোমান, তার পিতা ছিলেন সাদ বিন সা'লাবা। তিনি খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত বশীর বিন সাদ অজ্ঞতার যুগেই লেখাপড়া জানতেন। এটি এমন একটি সময় ছিল যখন আরবে খুব কম লোকই লেখাপড়া জানত। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় বয়আত করেছিলেন যেখানে সত্তরজন আনসার অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।হযরত বশীর বিন সাদ ছিলেন প্রথম আনসার যিনি সাকিফা বনু সাইদা-র দিনে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের হাতে বয়আত করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিকের খিলাফতকালে ১২ হিজরিতে হযরত বশীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের আইনুত্ তামর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শহীদ হন।

(শারাহ যারকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৫-৩০৬) (আল ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫২-২৫৩)

আইনুত্ তামর এর পরিচয় হলো এই যে, এটি কুফার নিকটবর্তী একটি স্থান যা মুসলমানরা ১২ হিজরিতে হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে জয় করেছিল। (মুজামুল বালদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৯)

যাইহোক, এই অভিযান সম্পর্কে, যার কথা আমি পূর্বে বলছিলাম, তার বিস্তারিত বিবরণ এইভাবে দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত বশীর বিন সাদকে ত্রিশজন সাহাবীর সাথে ফাদাক অঞ্চলে বনু মুররাহ-র দিকে প্রেরণ করেন। ফাদাক মদিনা থেকে ছয় রাতের দূরত্বে খায়বারের কাছে অবস্থিত। এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত, যেমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এই ধরনের অভিযান বা যুদ্ধে লোকদের তখন পাঠাতেন যখন এই খবর আসত যে, লোকজন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। যাহোক, সাহাবীরা রওয়ানা হলেন এবং ছাগলের রাখালদের সাথে দেখা হলে তাদের কাছে বনু মুররাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাখালরা তাদেরকে জানাল যে, বনু মুররাহ তাদের উপত্যকায় রয়েছে এবং ঝরনায় আসেনি। সাহাবীরা তাদের ভেড়া ও ছাগল নিয়ে মদিনার দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। তখন বনু মুররাহ-র একজন ঘোষক ডেকে উঠে। সে ঘোষণা করে যে, এভাবে মুসলিমরা আমাদের সম্পদ নিয়ে গেছে। অর্থাৎ,

এই ঘটনার সংবাদ দেয়। রাতের বেলা মুসলমানদেরকে বনু মুররাহ -র একটি বড় সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে হয়। এরপর বনু মুররাহ -র লোকেরা ফিরে এসে মুসলমানদের উপর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে। সাহাবীরা সারা রাত তীর ছুড়তে থাকেন যতক্ষণ না তাদের তীর শেষ হয়ে যায়। যখন মুসলমানদের সকাল হয়, তখন বনু মুররাহ মুসলমানদের উপর পুনরায় আক্রমণ করে এবং হযরত বশীরের সাথীদের শহীদ করে দেয়। হযরত বশীর তাদের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ করতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি আহত হয়ে পড়ে যান। তার গোড়ালিতে আঘাত লাগে এবং মনে করা হয় যে, বশীর মারা গেছেন। তারপর বনু মুররাহ তাদের ছাগল ও ভেড়া নিয়ে ফিরে যায়। অর্থাৎ মুসলমানরা যে সম্পদ নিয়েছিল, তাদের সবাইকে শহীদ করে এই লোকেরা তাদের সম্পদ ফিরিয়ে নিয়ে যায়। রাত পর্যন্ত হযরত বশীর সেই শহীদদের মধ্যে পড়ে ছিলেন। তিনি সাহস করে উঠেন এবং ফাদাকে চলে যান আর কয়েকদিন সেখানে ইহুদিদের কাছে অবস্থান করেন। এরপর যখন তার ক্ষত ভালো হয়ে যায় তখন মদিনায় ফিরে আসেন।

(শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৫-৩০৬) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২২৫)

এরপর একটি অভিযান হযরত গালেব বিন আবদুল্লাহ লায়সির মায়ফা অভিযানের উল্লেখ রয়েছে। এই অভিযান ৭ হিজরির রমজান মাসে সংঘটিত হয়। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৩৩)

হযরত গালেব বিন আবদুল্লাহ লায়সি হিজাজ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং মহানবী (সা.) তাকে মক্কা বিজয়ের আগে গুপ্তচর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়ার শাসনকালে তিনি খোরাসানের গভর্নর ছিলেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি কাদসিয়া যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(উসুদল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২১) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪৩)

ইবনে সাদ লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) হযরত গালেবকে বনু আওয়াল ও বনু আবদ বিন সা'লাবা-র দিকে পাঠিয়েছিলেন যারা মায়ফাতে ছিল। এই স্থানটি নজদের দিকে মদিনা থেকে ছিয়ানব্বই মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। বনু আওয়াল ও বনু আবদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালিয়ে লোকদের জড়ো করা শুরু করেছিল যাতে আহযাবে আরবের মতো কোনো অতিরিক্ত কার্যক্রম চালানো যায়। যাতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা যায়। ইবনে হিশাম হযরত গালেব বিন আবদুল্লাহ লায়সির এই অভিযানকে বনু মুররাহ-র দিকে বর্ণনা করেছেন, যারা হুরকা-র মিত্র ছিল। ইমাম বুখারী এই অভিযান সম্পর্কে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: "বাব বাস আন-নাবী উসামা ইবনে জায়দ ইলা আল-হুরাকাত মিন জুহাইনা" অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর হযরত উসামা বিন যায়েদকে জুহাইনা গোত্রের হুরকা-এর দিকে প্রেরণ। এতে মনে হয় যে, এই অভিযানের নেতা হযরত উসামা বিন যায়েদ ছিলেন, কিন্তু বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার বুখারীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, হযরত উসামা বিন যায়েদের এই কথা থেকে যে, মহানবী (সা.) আমাদের হুরকা গোত্রের দিকে পাঠিয়েছিলেন, এ থেকে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি অভিযানে সেনাবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন এবং উসামা বিন যায়েদকে তার পিতা যায়েদের মুতা যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পূর্বে সেনাবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা প্রমাণিত হয় না। অর্থাৎ এটি প্রমাণিত হয় না যে, সেই সময়ে তিনি সেনাবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ কারণে যুদ্ধবিশারদদের মতামত অধিক গ্রহণযোগ্য যে, এই অভিযানের কমান্ডার হযরত গালেব বিন আবদুল্লাহ লায়সি ছিলেন।

যাইহোক, তিনি (সা.) হযরত গালিব (রা.)-কে একশ' ত্রিশজন সাহাবীসহ প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস হযরত ইয়াসার (রা.) তাদের গাইড বা পথপ্রদর্শক ছিলেন। মুসলমানরা একযোগে তাদের ওপর আক্রমণ করেন আর তাদের জনবসতির কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পৌঁছেন। তাদের মধ্যে যারা প্রতিরোধ করেছিল তাদেরকে হত্যা করা হয়। আর মালে গণিমত হিসেবে ছাগল-ভেড়া মদীনায় নিয়ে আসেন, তবে কাউকে বন্দি করা হয়নি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯১) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৫৬) (গাযওয়াত ওয়া সারিয়্যা, পৃ: ৩৯৬) (আসীরাতুন নবুবিয়্যাত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৭৯) (ফতহুল বারি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৬৯) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি)

ইবনে সা'দ (রা.) লিখেছেন, এটি সেই অভিযান যাতে উসামা বিন যায়েদ (রা.), 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করা সত্ত্বেও মিকদাস বিন লাহিককে হত্যা করেছিলেন।

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi
From-Raju Gazi Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪০-১৪৩) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯১)

বুখারীতে এই ঘটনার বৃত্তান্ত এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে হুরাকা গোত্র অভিমুখে প্রেরণ করেন। আমরা প্রভাতে তাদের সাথে মুখোমুখি হই এবং তাদেরকে পরাজিত করি। আমি এবং আনসারের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাদের একজনের পশ্চাদ্ধাবন করি। যখন আমরা তাকে ধরাশায়ী করি তখন সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তখন আনসারী সাহাবী থেমে যান কিন্তু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পরেও আমি আমার বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করি এবং তাকে হত্যা করে ফেলি। এরপর আমাদের ফেরত আসার পর মহানবী (সা.) এ বিষয়ে জানতে পেরে বলেন, হে উসামা! সে 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ্' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি বললাম, সে নিজের প্রাণরক্ষার জন্য বলেছিল। কিন্তু তিনি (সা.) বারবার এটি পুনরাবৃত্তি করছিলেন। এতবার বলেন, (এরপরও) তুমি তাকে মেরে ফেললে? এমনকি আমার আক্ষেপ হয়, হায়! আমি যদি সেদিনের পূর্বে যদি মুসলমান না হতাম (তবেই ভালো হতো)। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৬৯)

মুসলিম শরীফ এ ঘটনাটি এভাবে লিপিবদ্ধ করেছে, أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟ অর্থাৎ, সে সত্য বলছে কি-না তা জানার জন্য তুমি তার হৃদয় চিরে কেন দেখলে না? তিনি (সা.) একথাটি আমার সামনে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। এমনকি তখন আমার আকাঙ্ক্ষা জাগে, হায়! আমি যদি সেদিনই মুসলমান হতাম।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৮)

কিন্তু বর্তমান যুগের মৌলভীরা মনে করে, তারা আহমদীদের হৃদয় চিরে দেখেছে, তাই তাদের জন্য আহমদীদের শহীদ করা এবং অত্যাচার করা তাদের জন্য বৈধ। আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন।

এক রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) মিকদাসের পরিবারকে তার রক্তপণ দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তার (কাছ থেকে প্রাপ্ত) সম্পদ তাদেরকে ফেরত দেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৯৩)

মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তিকে, যিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছিল, যদিও সে পূর্বে যুদ্ধ করেছিল কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, সে যেহেতু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছিল তাই তার পরিবারকে রক্তপণ প্রদান করো, আর তার যে সম্পদ তোমরা হস্তগত করেছিলে তাও ফেরত দাও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, মহানবী (সা.) সর্বদা আদেশ দিতেন, বাহ্যিক অবস্থার নিরিখে শরীয়তের প্রয়োগ হওয়া উচিত (অর্থাৎ, বাহ্যিক অবস্থা দেখে শরীয়তের বিধান কার্যকর করা হবে, কেননা আমরা হৃদয়ের অবস্থা জানি না।) একবার কয়েকজন সাহাবী এক যুদ্ধে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তারা এমন এক মুশরিকের দেখা পায় যে জঙ্গলে এদিক-সেদিক লুকিয়ে থাকত। আর যখনই সে কোনো মুসলমানকে একা পেত তখন তাকে আক্রমণ করে হত্যা করত। উসামা বিন যায়েদ (রা.) তার পশ্চাদ্ধাবন করেন আর একপর্যায়ে তাকে ধরে ফেলেন এবং তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তরবারি ধারণ করেন। যখন সে দেখে, এবার আমি ধরা পড়ে গেছি তখন সে বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।' যা দ্বারা সে বোঝাতে চাচ্ছিল যে, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। কিন্তু উসামা (রা.) তার এই কথা গ্রাহ্য না করে তাকে হত্যা করেন। যখন মহানবী (সা.)-কে এই লড়াইয়ের সংবাদ দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি মদীনায় আসেন তখন তিনি যুদ্ধের সকল পরিস্থিতি বর্ণনা করতে করতে এই ঘটনাটিও বলেন। তখন মহানবী (সা.) উসামা (রা.)-কে ডাকেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি সেই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে? তিনি উত্তরে বলেন, জ্বি। তিনি (সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন তুমি কী করবে যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে? যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আজকাল পাকিস্তানের মৌলভী এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গারা জান্নাতে যাওয়ার কথা বলে, 'আহমদীদের হত্যা করো, তাহলে জান্নাতে যাবে।' কিন্তু তারা জানে না, তাদের এই অপকর্ম তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত করছে। কখনো না কখনো আল্লাহ্র শাস্তি তাদের ওপর নেমে আসবেই।

যাইহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, অর্থাৎ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হবে, যখন ঐ ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছিল, তারপরও কেন তুমি তাকে হত্যা করলে? যদিও সে আগে হন্তারক ছিল কিন্তু তওবা করেছিল। হযরত উসামা (রা.) উত্তরে কয়েকবার বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সে তো (প্রাণ)ভয়ে ঈমান আনার ঘোষণা দিয়েছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে যে, সে মিথ্যা বলছে? আর মহানবী (সা.) বার বার একথাই বলতে থাকেন, কিয়ামত দিবসে তুমি কী উত্তর দেবে, যখন তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তোমার সামনে উপস্থাপন করা হবে? উসামা (রা.) বলেন,

তখন আমার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে, হায়! আমি যদি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম এবং এমন (অপ)কর্ম আমার দ্বারা সংঘটিত না হতো।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪১৫-৪১৬)

এরপর আরেকটি সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযান হচ্ছে, হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রা.)-র। যা ইউমেন ও জবার অঞ্চলের দিকে হয়েছিল। এই যুদ্ধাভিযানটি ৭ম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। ইউমেন ও জবার ফাদাক ও ওয়াদিউল কুরার মধ্যবর্তী এবং খায়বারের নিকটবর্তী বনু গাতফানের এলাকা। মহানবী (সা.) অবগত হন, গাতফান গোত্রের একটি দল মহানবী বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে এবং উয়ায়না বিন হিসন মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

(শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১০) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০২-৪০৩)

হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-র কাছে মহানবী (সা.) এই সংবাদের উল্লেখ করলে তারা হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রা.)-কে প্রেরণ করার পরামর্শ দেন। (আমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩০)

এরপর মহানবী (সা.) হযরত বশীর (রা.) -কে ডাকেন, তার জন্য একটি পতাকা প্রস্তুত করেন এবং তার সঙ্গে তিনশ' সাহাবীকে প্রেরণ করেন। এই সাহাবীরা রাতের বেলা সফর করতেন এবং দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন, আর অবশেষে তারা জবার নামক স্থানে পৌঁছান। সেখানে রাখালরা তাদের পশুপাল চরাচ্ছিল। তারা মুসলমানদের দেখে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং গাতফানদের গিয়ে খবর দেয়। গাতফানরা এ সংবাদ পেয়ে নিজেদের মালপত্র ও গবাদি পশু ফেলে রেখে নিজেদের বসতির উপরাংশের দিকে পালিয়ে যায়। সবকিছু ফেলে পালিয়ে যায়। তাদের কেবল দু'জন লোক ধরা পড়ে, যাদেরকে আটক করা হয়। সাহাবীরা ছাগল-ভেড়ারপাল ও উট করতলগত করেন এবং বন্দিদের নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এখানে (এসে) সেই দুজন বন্দি ইসলাম গ্রহণ করলে মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে নিজেদের অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

(আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৪) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫১৪)

'উমরাতুল কাযা'র বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যে একটি উমরা পালন করেছিলেন, তা ছিল ৭ম হিজরীর যিলকদ মাসে, অর্থাৎ ৬২৯র খ্রিষ্টব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে। মহানবী (সা.) ৭ম হিজরীর যিলকদ মাসে 'উমরাতুল কাযা' পালনের উদ্দেশ্যে (মদীনা থেকে) যাত্রা করেন।

এটি সেই (একই) মাস ছিল, যখন বিগত বছর মক্কার মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে উমরা করতে বাধা দিয়েছিল এবং তিনি (সা.) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন। কাজেই, এবার সেই উমরার কাযা পালনের জন্য মহানবী (সা.) গমন করেন।

সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) এই উমরার বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেন যেমন, গযওয়াতুল কাযা, উমরাতুল কাযীয়া, উমরায়ে সুলাহ্, উমরাতুল্ কিসাস এবং এই উমরাকে গযওয়াতুল্ আমনও বলা হয়। একে উমরাতুল্ কিসাস বলার কারণ হলো, ৬ষ্ঠ হিজরীর পবিত্র যিলকদ মাসে মক্কার মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে উমরা পালন করতে বাধা দিয়েছিল। তাই তিনি (সা.) এবার সেই উমরার প্রতিশোধ হিসেবে গমন করেন এবং ৭ম হিজরীর যিলকদ মাসে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (সা.) বলেন, এ সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়- اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ অর্থাৎ সম্মানিত মাসের লঙ্ঘনের বদলা সম্মানিত মাসে, আর সব পবিত্র জিনিস অবমাননার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। (আল বাকারা: ১৯৫)

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, (প্রস্থানকালে) মদীনায় মহানবী (সা.) হযরত উয়ায়েফ বিন আযবাত দিলী (রা.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। অন্যদিকে ইবনে সাদ-এর মতে, হযরত আবু রুম গিফারী (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।

উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার বর্ণনা এমনভাবে এসেছে যে, এই উমরায় মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে প্রায় দুই হাজার সাহাবী ছিলেন। যাত্রাকালে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন- 'যারা হুদায়বিয়ার সময় উপস্থিত ছিল, তাদের প্রত্যেকে যেন এই সফরে অংশগ্রহণ করে।' সেই অনুযায়ী, হুদায়বিয়ার সময় উপস্থিত সকল সাহাবী এই উমরাহ সফরে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন, কেবল তারা ব্যতীত যারা খায়বারের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন অথবা ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁদের ছাড়াও আরও এমন কিছু সাহাবী এই সফরে ছিলেন যারা হুদায়বিয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন না। মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে কুরবানির ৬০টি উট ছিল। তিনি ঐসব পশুর গলায় মালা পরিয়ে দেন এবং তাদের দেখাশোনার দায়িত্বে হযরত নাজিয়াহ বিন জুন্দুব (রা.) -কে নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.) যখন 'যুলহুলাইফা' নামক স্থানে পৌঁছালেন যা মদীনা থেকে প্রায় ছয় -সাত মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি বসতি, তখন তিনি পূর্ব সতর্কতার অংশ হিসেবে একশ' অশ্বারোহী সাহাবীকে নিজের সম্মুখভাগে প্রেরণ করেন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়। মহানবী (সা.) এই সফরে শিরস্ত্রাণ, অস্ত্রসস্ত্র, বর্ম এবং বর্শাও নিজের সাথে রাখেন এবং তিনি (সা.) সেইসব অস্ত্র আগে পাঠিয়ে দেন, এবং হযরত বশীর বিন সাদ (রা.)-এর স্কন্ধে সেগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৭১৭) (তবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯২) (সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৮৩৮) (ফতহুল বারি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৩৬) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খন্ড, পৃ: ৯০) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১০৫)

এই প্রশ্ন ওঠে যে, যেক্ষেত্রে শান্তিচুক্তি হয়ে গিয়েছিল, সেক্ষেত্রে উমরাতে যাওয়ার জন্য অস্ত্র সাথে নেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?

এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি অস্ত্র সাথে নিয়েছেন অথচ কুরায়েশ খাপবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্যসব অস্ত্র নিতে নিষেধ করেছে! জবাবে মহানবী (সা.) বলেন, আমরা অস্ত্র নিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করব না। আক্রমণের শংকায় তা আমাদের কাছাকাছি কোন এক স্থানে রাখা থাকবে। আমরা তা মক্কায় নিয়ে যাচ্ছি না। বাইরে কোথাও রাখবো। কেননা তাদের কোন ভরসা নেই। যে-কোন সময় তারা আক্রমণ করতে পারে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) যখন অশ্বারোহীদের নিয়ে 'মারুয-যাহরান' পৌঁছান, তখন কুরাইশদের কিছু লোক সেখানে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তখন তাদের জানানো হয় যে, মহানবী (সা.) আগামীকাল ইনশাআল্লাহ সেই স্থানে পৌঁছাবেন। তারা কুরায়েশদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে এ বিষয়ে জানালে, তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।মহানবী (সা.) যখন মারুয-যাহরানে পৌঁছালেন, তখন তিনি সমস্ত অস্ত্র 'রিয়াজাজ নামক স্থান'-এ পাঠিয়ে দেন- যা মক্কা থেকে প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত। মক্কার কাফেররা যখন শুনল যে, মহানবী (সা.) অস্ত্র ও যুদ্ধসামগ্রীসহ আসছেন, তখন তারা ভয় পেয়ে যায় এবং কয়েকজনকে পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য মাররুয-যাহরানে পাঠায়।

তাদের একজন প্রতিনিধি 'মিকরেয বিন হাফস' বলে: "হে মুহাম্মদ (সা.)! আমরা আপনাকে কখনো চুক্তিভঙ্গকারী হিসেবে দেখি নি।" তখন নবী কারীম (সা.) বলেন: "আমরা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মক্কায় কোনো অস্ত্র ছাড়াই প্রবেশ করব।" এটি শুনে কুরাইশরা আশ্বস্ত হয়। তখন মিকরেয বলে: এই কারণেই তো আমরা আপনাকে পুণ্য ও বিশ্বস্ততার প্রতীক বলে মনে করি।" কাফের হওয়া সত্ত্বেও তারা এসব কথা বলে যে, আমরা আপনাকে পুণ্য ও বিশ্বস্ততার প্রতীক বলে মনে করি। এরপর মহানবী (সা.) হযরত বশীর বিন সা'দের অধীনে কয়েকজন সাহাবীকে ওই অস্ত্রগুলোর তত্ত্বাবধানে রেখে দেন এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শুধুমাত্র তরবারি ছাড়া (মক্কায় প্রবেশকালে) আর কোন অস্ত্র ছিল না। মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি বিশাল দল নিয়ে তালবিয়া (লাব্বায়েক) পাঠ করতে করতে হারাম অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। কুরবানির পশুগুলো 'যিত তুয়া' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেন- যা মসজিদুল হারাম থেকে প্রায় অর্ধ -মাইল দূরে মক্কার একটি উপত্যকা। তিনি (সা.) নিজ উটনী কাসওয়াতে আরোহিত ছিলেন। তিনি (সা.) হজুনের দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। হজুন মহাসসেব নামক একটি উপত্যকার একটি পাহাড় যা বায়তুল্লাহ থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত।

(সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯০-৯১) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১০০,১৮০) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ (সা.), ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৫-৪৮৭) (মুজামুল বালদান, পৃ: ২৫৭)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) যখন উমরাতুল কাযার করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Late Shohrae Alam & Alia Bibi**
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Late Haji Ansar**
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

(রা.) তাঁর সামনে সামনে চলছিলেন এবং বলছিলেন:' হে কাফেরদের সন্তানরা! মহানবী (সা.)কে পথ ছেড়ে দাও, আজ আমরা তোমাদেরকে এমন আঘাত করব, যা মাথার খুলিকে স্থানচ্যুত করে দেবে, আর বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যাবে।'তখন হযরত উমর (রা.) তাকে বললেন: 'হে ইবনে রাওয়াহা! তুমি মহানবী (সা.)-এর সামনে, আর আল্লাহর হারাম (তথা পবিত্র) অঞ্চলে এ কেমন ধরনের কবিতা পড়ছো? এটা তো ঠিক নয়।'মহানবী (সা.) বললেন: ' হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। এটা তদের (কাফেরদের) ওপর তীরের চেয়েও বেশি প্রভাব রাখে।'

(তিরমিযি, আবওয়াবুল আদাব, হাদীস-২৮৪৭)

(এটি একটি বর্ণনা) অপর এক বর্ণনায় আছে, যখন হযরত উমর (রা.) তাঁকে পংক্তি পাঠ করা থেকে বিরত রাখলেন, তখন মহানবী (সা.) হযরত উমরকে বললেন: ' হে উমর! সে যা বলছে তা আমি শুনতে পাচ্ছি।' এই কথা শুনে হযরত উমর (রা.) চুপ করে গেলেন। এরপর মহানবী (সা.) হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)-কে বললেন:এটি 'তুমি যা বলছ তো উত্তেজনামূলক কথা, তুমি এরূপ কথা বলো না, বরং বলো- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ অর্থাৎ, 'আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। তিনিই একক, যিনি তাঁর বান্দার সাহায্য করেছেন, তাঁর বাহিনীকে সম্মান দিয়েছেন এবং একাই সব দলকে পরাজিত করেছেন' ।

এই ঘটনাকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রহ.) তাঁর ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন-"মহানবী (সা.) যখন মারুয-যাহরান নামক স্থানে পৌঁছালেন, যা মক্কা থেকে এক চক্র বিশ্রামের দূরত্বে অবস্থিত, তখন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি (সা.) সমস্ত ভারী অস্ত্র ও বর্ম সেখানে রেখে দেন আর স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামসহ শুধু খাপবদ্ধ তরবারি নিয়ে হারামে প্রবেশ করেন। সাত বছরের নির্বাসনের পর মুজাহির সাহাবীরা আবার মক্কায় প্রবেশ করছেন- এটা কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। একদিকে পূর্বের মক্কার সেই কঠিন নির্যাতনের স্মৃতি মনে করে তাঁদের হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল, আর অন্যদিকে আল্লাহর এই অনুগ্রহ দেখে যে, তিনি তাদেরকে পুনরায় কাবার তাওয়াফ করার সুযোগ দিয়েছেন- তারা আনন্দিতও হচ্ছিলেন। মক্কার কাফেররা তখন মক্কা থেকে বের হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মুসলমানদের দেখছিল। মুসলমানদের হৃদয় আকাঙ্ক্ষা করছিল, আজ যেন আল্লাহ্ তাদের ওপর প্রকাশ করে দেন যে, তিনি আজ তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন কি দেন নি। এই সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রণসংগীত গাইতে শুরু করেন, কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন: "এমন কবিতা পাঠ করো না, বরং বলো: আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। খোদাই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলের সাহায্য করেছেন। আর মু'মিনদের লাঞ্ছনার গহ্বর থেকে বের করে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ্ই সেই সত্তা যিনি শত্রুপক্ষকে তাদের সামনে থেকে বিতাড়িত করেছেন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনেয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩২৯)

হযরত ইবনে আবী আওফা (রা.) বর্ণনা করেন-

মহানবী (সা.) যখন উমরা করেন, তখন আমরা মুশরিকদের তরুণদের কাছ থেকে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিলাম, [অর্থাৎ তারা মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিলেন পাছে তারা মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেয়।] (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৫৫)

মহানবী (সা.) যখন মক্কায় প্র বেশ করেন, তখন কুরাইশদের কিছু কাফের, মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের অন্তরের বিদ্বেষের কারণে, মহানবী (সা.) ও সাহাবাদের কাবার তাওয়াফের দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে পাহাড়ে গিয়ে ওঠে। তবে কিছু কাফের 'দারুন নাদওয়াহ'-তে জড়ো হয়, এবং সেখান থেকে তাওয়াফের দৃশ্য দেখতে থাকে আর বলতে থাকে- 'এই মুসলমানরা কী আর তাওয়াফ করবে? তাদের তো ক্ষুধা আর মদীনার জ্বর দুর্বল করে ফেলেছে।' মহানবী (সা.) মসজিদে হারামে পৌঁছে 'ইসতাওয়া' করে নিলেন অর্থাৎ, চাদরকে এমনভাবে জড়িয়ে নিলেন যার ফলে তাঁর (সা.) ডান কাঁধ ও বাহু উন্মুক্ত হয়ে গেলো। তিনি (সা.) বললেন, খোদা সেই ব্যক্তির প্রতি কৃপা করুন, যে এই কাফেরদের সামনে শক্তি প্রদর্শন করে। অতঃপর তিনি (সা.) নিজ সাহাবীদের সাথে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে কাঁধ উঁচিয়ে খুব গর্বের সাথে হেঁটে তাওয়াফ করলেন। এই বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ করলেন, তোমরা আমাদের দূর্বল মনে কর, আমরা দূর্বল নই।

বুখারীতে এই প্রেক্ষিতে রেওয়াত রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা পৌঁছালে মুশরিকরা বললো, তোমাদের কাছে এমন লোকেরা আসছে যাদেরকে মদীনার জ্বর দূর্বল করে দিয়েছে। মহানবী (সা.) তাদেরকে অর্থাৎ, নিজ সাহাবীদের আদেশ দিলেন, তারা যেন তিনটি চক্কর দৌড়ে সম্পন্ন করেন; আর আরবীতে একে রামাল বলা হয়। প্রত্যেক কা'বা তাওয়াফকারী প্রথম তিন চক্করে এই রামাল করে। তিনি সাহাবীদের প্রতি কৃপা করে প্রত্যেক চক্করে দৌড়ানোর নির্দেশ দেন নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বায়তুল্লাহ, সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ে চক্কর দেন যেন তিনি মুশরিকদের সামনে শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন। একটি রেওয়াত অনুসারে মহানবী (সা.) নিজ বাহনে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ (দৌড়ানো) করেছিলেন। মহানবী (সা.) এবং মুসলমানরা মারওয়ার নিকটবর্তী স্থানে কুরবানী করেন। অতঃপর মহানবী (সা.) কিছু সাহাবীদের ইয়াজেজ নামক স্থানে সশস্ত্র পাহারারত সাহাবীদের কাছে পাঠালেন যেন তারা পাহারা দেয়, আর সেসব সাহাবী এসে উমরা ও কুরবানী ইত্যাদি সম্পন্ন করতে পারে। যারা পূর্বে সশস্ত্র পাহারা দিচ্ছিল তাদেরকে বললেন, তোমরা এসে উমরা কর আর কিছু নতুন মানুষ সেখানে পাঠালেন যেন তারা তাদের পরিবর্তে ডিউটি করে।

(শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২২) (সীরাত ইবনি হিশা, পৃ: ৭১৭) (লুগাতুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৩) (বুখারী, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস-১৬০২) (বুখারী কিতাবুল হজ্জ, হাদীস-১৬৪৯)

এই সময়ে মহানবী (সা.) হযরত মায়মুনাকে (রা.) বিবাহ করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, এই সফরে মহানবী (সা.) মায়মুনা বিনতে হারেসকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ হযরত আব্বাস করিয়েছিলেন। হযরত মায়মুনা নিজ বিবাহের কর্তৃত্ব নিজ বোন হযরত উম্মে ফযলকে (রা.) দিয়েছিলেন যিনি মহানবী (সা.) এর চাচা হযরত আব্বাসের স্ত্রী ছিলেন। হযরত উম্মে ফযল এই কর্তৃত্ব হযরত আব্বাসকে দেন। হযরত আব্বাস তার বিবাহ মহানবী (সা.) এর সাথে করিয়ে দিলেন। হযরত মায়মুনার (রা.) হক মোহর চারশ দিরহাম নির্ধারিত হয়।

(ইবনে হিশাম, পৃ: ৭১৮) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সআদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২১৭)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই বিষয়ে বর্ণনা করেন, হযরত আব্বাসের শ্যালিকা মায়মুনা যিনি দীর্ঘদিন যাবত বিধবা ছিলেন, মক্কায় বাস করতেন। হযরত আব্বাস ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) যেন তাকে বিবাহ করেন। তিনি (সা.) এতে সম্মত হন।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০. পৃ: ৩২৯-৩৩০)

মহানবী (সা.) মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেন। যখন তৃতীয় দিন হলো তখন কুরায়েশরা হুয়াইতিব বিন আব্দুল উযযাকে কুরায়েশের কতিপয় ব্যক্তিসহ মহানবী (সা.) এর কাছে প্রেরণ করে। একটি রেওয়াত অনুসারে কুরায়েশের এই প্রতিনিধিদল হযরত আলীর (রা.) কাছে গিয়েছিলো যে, এখন তোমাদের (মক্কাতে) অবস্থানের সময় পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন তোমরা চলে যাও। এতে মহানবী (সা.) বললেন, যদি আমরা আরো কিছু সময় অবস্থান করি এতে তোমাদের কী সমস্যা? আমার বিবাহ হচ্ছে, আমরা এখানে বিবাহ করে খাবার রান্না করবো, তোমাদেরও দাওয়াত দিবো। কুরায়েশরা বললো, তোমাদের দাওয়াতের প্রয়োজন আমাদের নেই। তখন মহানবী (সা.) মক্কা থেকে সাহাবীদের নিয়ে রওনা হলেন এবং নিজ ক্রীতদাস আবু রাফে'কে হযরত মায়মুনার কাছে রেখে আসলেন। সে হযরত মায়মুনাকে নিয়ে সারেফ নামক স্থানে মহানবী (সা.) এর সাথে মিলিত হয় যেটি তানঈমের নিকটে মক্কা থেকে প্রায় ছয়-সাত মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি বড়ো উপত্যকা।

হযরত মায়মুনার (রা.) নাম বার্‌রা ছিলো, মহানবী (সা.) সেটি পরিবর্তন করে তার নাম মায়মুনা রেখে দেন। হযরত মায়মুনার (রা.) সাথে বিবাহ ছিলো মহানবী (সা.) এর সর্বশেষ বিবাহ। সারেফ নামক স্থানে যেখানে মহানবী (সা.) এর সাথে তাঁর (রা.) রুখসাতানা (বধু বিদায়) হয়েছিল, ৫১ হিজরীতে সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৫১) (আল আসাবা, ৮ম খন্ড পৃ: ৩২২,৩২৪) (ইবনে হিশাম, পৃ: ৭১৮) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১৪৭)

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar
From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ahmad Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, চতুর্থ দিন মক্কাবাসীরা দাবি জানালো, আপনি চুক্তি অনুযায়ী মক্কা থেকে চলে যান। আর তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ সকল সাহাবীদের মক্কা থেকে মদিনার দিকে রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। মক্কাবাসীদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রেখে সদ্য বিবাহিতা (স্ত্রী) মায়মুনাকেও রেখে যান যে, তিনি পরবর্তীতে বাহনসহ জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসবেন। আর স্বয়ং বাহনে চড়ে হারামের সীমানা থেকে বের হয়ে যান। এবং সেদিনই সন্ধ্যায় তাঁর (সা.) কাছে স্ত্রী মায়মুনাকে (রা.) পৌঁছে দেওয়া হয়। আর মায়মুনা (রা.) মহানবী (সা.) এর সাথে প্রথম রাত সে জঙ্গালেই অতিবাহিত করেন। ”

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৩০)

হযরত মায়মুনার (রা.) নিকট মহানবী (সা.) এর পবিত্র সঙ্গালাভের এ স্থানটি খুবই প্রিয় ছিল। এ কারণে তিনি (রা.) ওসিয়্যত করেছিলেন, আমি মৃত্যুবরণ করলে আমাকে এ স্থানেই যেন সমাহিত করা হয় যেখানে মহানবী (সা.) এর তাঁবু ছিল; যেখানে আমাকে মহানবী (সা.) এর সমীপে উপস্থাপন করা হয়েছিলো। ঐশী তকদীর এমন হলো, তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে আসেন এবং সেখানে মক্কাতেই অসুস্থ হয়ে যান। কিছুদিন পরে তিনি বলেন, আমাকে মক্কার বাইরে নিয়ে চলো কেননা মহানবী (সা.) আমাকে বলেছিলেন, তোমার মৃত্যু মক্কায় হবে না। সুতরাং লোকেরা তাকে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয় আর সারেফ নামক স্থানে পৌঁছামাত্রই উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা.) ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর ওসিয়্যত অনুযায়ী সে স্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিলো। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স আশি অথবা একাশি বছর ছিলো।

(আমতাউল আসমা, খণ্ড-১২, পৃ: ২১২) (ফতহুল বারি, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৪১) (মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৯৮, হাদীস-৬৯৩৬)

এই সফরে হযরত হামজার মেয়ের ঘটনারও বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত বারা বর্ণনা করেছেন, যখন মহানবী (সা.) মক্কা থেকে বের হচ্ছিলেন তখন হযরত হামজার মেয়ে তাঁর (সা.) পিছুপিছু ডাকতে ডাকতে আসছিলো, হে আমার চাচা! হে আমার চাচা! তখন হযরত আলী (রা.) তাকে নেন, তার হাত ধরেন এবং হযরত ফাতেমা (রা.) কে বলেন, তোমার চাচাতো বোনকে নাও। তিনি তাকে তার বাহনে বসান। তখন হযরত আলী, যায়েদ ও জা'ফর তাকে নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি তাকে নিয়েছি আর সে আমার চাচাতো বোন। আর হযরত জা'ফর (রা.) বলেন, সে আমার চাচাতো বোন এবং তার খালা আমার স্ত্রী। আর হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, সে আমার ভাতিজী। অতএব, মহানবী (সা.) এর সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে তাকে তার খালার কাছেই সমর্পন করা হবে। আর বলেন, খালার স্থান মায়ের মতোই।

এটিও একটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে যা কাযা বোর্ডের নিকট এরূপ বহুবিধ ঝগড়া হিসেবে এসে থাকে। তিনি (সা.) বলেছেন, খালার স্থান মায়ের মতোই। তার নিকট সমর্পণ করেন এবং হযরত আলি (রা.) কে বলেন, তুমি আমার ও আমি তোমার। তার মনস্তুষ্টি করেন, হযরত জা'ফরকে বলেন, তুমি চেহারা-চরিত্রে আমার অনুরূপ এবং হযরত যায়েদকে (রা.) বলেন, তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের দ্বারা মুক্ত হয়েছো। হযরত আলী বলেন, আপনি হযরত হামযার মেয়েকে বিয়ে করবেন না? তিনি (সা.) বলেন, সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। তার সাথে বিয়ে সম্ভব নয়। মহানবী (সা.) জিলহজ্ব মাসে মদিনাতে ফেরত আসেন। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৫১)

একটি সারিয়া হযরত আখরাম বিন আবি আওজার (নেতৃত্বে) বনু সালিমের গোত্রের বিরুদ্ধে (সংঘটিত হয়েছিল)। এটি সপ্তম হিজরীর জিলহজ্ব মাসে সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত আখরামকে পঞ্চাশজন ব্যক্তিসহ বনু সুলায়েমের প্রতি প্রেরণ করেন যারা মদিনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতো। বনু সুলায়েম-এর একজন গোয়েন্দা হযরত আখরামের সাথে ছিল, যে কিনা আগে গিয়ে স্বজাতির লোকদের সাবধান করে দেয় এবং সে বৃহৎ এক সৈন্যবাহিনী একত্রিত করে। হযরত আখরাম যখন তাদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু সুলায়েম তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। হযরত আখরাম তাদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছালে তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছো সেটির কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। এরপর উভয় পক্ষ থেকে কিছুক্ষণ তির বর্ষণ চলে। ইত্যবসরে বনু সুলায়েম-এর জন্য আরো সাহায্যকারী দল এসে যায় এবং তারা মুসলমানদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। মুসলমানরা ভয়াবহ যুদ্ধ করে, এমনকি তাদের মধ্যে অধিকাংশই শহীদ হন। হযরত আখরাম (রা.) -ও মৃতদের সাথে ভীষণ আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েন। অতঃপর ৮ম হিজরির ১লা সফর তারিখে মহানবী (সা.)-এর সকাশে পৌঁছে যান।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৪) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১৫৫)

এরপর হযরত গালেব বিন আব্দুল্লাহ লেসি (রা.)-এর কাদীদ অভিযানের উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (সা.) হযরত গালেব বিন আব্দুল্লাহ লেসিকে ৮ম হিজরির সফর মাসে বনু লেস-এর শাখা বনু মুলাভ্যে-র দিকে প্রেরণ করেন। বনু মুলাভ্যে (তথা এর অধিবাসী) কাদীদে থাকত। কাদীদ হলো মদীনা থেকে প্রায় ২০৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

(গাযওয়াহ ওয়া সারিয়্যা, পৃ:৪১৩) (শারাহ যারকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২২) (এনসাইক্লোপেডিয়া, সীরাতুন নবী, পৃ: ১৮৮)

সহীহ বুখারীতে আছে, আসফান ও কাদীদ গোত্রের মাঝে একটি ঝরনা রয়েছে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুস সওম, পৃ: ১৯৪৪)

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মহানবী (সা.) হযরত গালেব বিন আব্দুল্লাহকে ১৫ সদস্য-সহ প্রেরণ করেন। এ অভিযানে মুসলমানদের রণ ছিল 'আমিত আমিত'। হযরত জুনদুব বিন মাকীফ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত গালেব বিন আব্দুল্লাহকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন, যেখানে আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি (সা.) কাদীদের অন্তর্ভুক্ত বনু মুলাভ্যে-র ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। অতএব আমরা রওয়ানা হই এবং কাদীদ-এ পৌঁছালে আমরা ইবনে বারসা হারেস বিন মালিক লেসিকে পাই, যাকে আমরা ধরাশায়ী করি। সে বলে, আমি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বেরিয়েছি আর মহানবী (সা.)-এর কাছেই যাচ্ছি। আমরা বললাম, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করার অভিপ্রায়েই বের হও তাহলে এক দিনের এবং এক রাতের পথখরচ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অর্থাৎ বন্দি হয়ে গেলে তোমার কোনো অসুবিধা নেই। এছাড়া অন্য কোনো অভিপ্রায় থাকলে আমরা সেটি মেনে নেব। যাহোক, এরপর আমরা তাকে শক্ত করে বাঁধি এবং আমাদের এক কৃষ্ণকায় সঙ্গী সোয়েদ বিন মানহার-কে তার পাহারাদার নিযুক্ত করি। আমরা যাত্রা করি এবং সূর্যাস্তের সময় গিয়ে কাদীদে পৌঁছাই। আমরা উপত্যকার এক কিনারায় অবস্থান করছিলাম। আমার সঙ্গীসাথি আমাকে গোয়েন্দা হিসাবে পাঠায়। আমি এমন এক টিলার ওপর উঠি যেখান থেকে আমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি সেটির ওপর আরোহণ করি, মাথা উঁচু করি এবং উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি। সেখানে এক ব্যক্তি নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে ফেলে। সে একটি তির নিক্ষেপ করে যা আমার পার্শ্বদেশে এসে বিঁধে। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি বলেন, সেটি আমাকে দু'চোখের মাঝখানে ঠিক কপালে লাগে, কিন্তু আমি আমার স্থানে দৃঢ়পদ থাকি। তারপর সে দ্বিতীয় তির মারে যা আমার কাঁধে বিঁধে। আমি সেটিও তুলে ফেলে দিই এবং নিজ স্থানে অটল থাকি। কোনো নড়াচড়া করি নি যাতে তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তারপর সে তাঁবুতে ফিরে যায়। আর আমরা তাদেরকে কিছুটা সুযোগ দিই। ইত্যবসরে তারা যখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তখন সকালে সেহরীর সময় আমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাই। তাদের যুদ্ধবাজদের হত্যা করি, যুদ্ধসামগ্রী দখল করি এবং পশুপাল হাঁকিয়ে নিয়ে আসি। তাদের একজন ঘোষক বেরিয়ে পড়ে এবং আমাদের দিকে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসে যাদের মোকাবিলা করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। তাদের একজন ব্যক্তি গিয়ে অনেক বড়ো এক সৈন্যদল নিয়ে আসে। তিনি (রা.) বলেন, আমরা পশুপাল নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকি আর পেছনেও ফিরে তাকাই নি। আর যখন ইবনে বারসা এবং তার সঙ্গীর পাশ দিয়ে যাই তখন তাদেরকেও সাথে নিয়ে নিই। শত্রু আমাদের নিকটে পৌঁছে যায়, এমনকি আমাদের ও তাদের মাঝে কেবল কাদীদ উপত্যকাই রয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা সেই উপত্যকায় বন্যা প্রেরণ করেন, অথচ আমরা কোনো মেঘ কিংবা বৃষ্টির সম্ভাবনাও দেখি নি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এমন একটি উপকরণ প্রেরণ করেন যেটির মোকাবিলা করার সামর্থ্য কারোরই ছিল না আর কেউই এটি অতিক্রম করতে পারল না। শত্রুরা দাঁড়িয়ে আমাদেরকে দেখতে থাকল আর আমরা তাদের পশুগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আর তাদের মধ্যে কেউই আমাদের নিকটে আসতে পারল না। আর আমরা এত দ্রুততার সাথে পশুগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম যে, তাদেরকে পেছনে রেখে গেলাম। অতঃপর তারা অর্থাৎ সেই শত্রুরা পেছনে রয়ে গেল এবং তারা আমাদেরকে ধরতে পারল না। আর আমরা মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম।

(শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩২, ৩৩৩) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৩৭)

যাহোক, ঘটনাবলির বিবরণ এখনো চলমান। এখন আমি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার তাহরীক করছি। পাকিস্তানি আহমদীরা স্বয়ং নিজেদের জন্যও দোয়া করুন। আর যেমনটি আমি বলেছিলাম যে,

এরপর শেষের পাতায়....

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun,
From- Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) যুদ্ধের জন্য যাত্রা করার পূর্বে ইসলামী সৈন্যবাহিনীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করার এবং নিজের সঙ্গীসাথি মুসলমানদের হিতসাধনের ওসিয়্যত করছি। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আল্লাহ্‌র অস্বীকারকারীদের সাথে মোকাবিলা করো। ধোঁকা দেবে না, খিয়ানত করবে না, কোনো দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে এবং কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকে হত্যা করবে না। কোনো খেজুর গাছ কাটবে না, কোনো গাছ কাটবে না, বরং কোনো ধরনের গাছ কাটবে না এবং কোনো ভবন ধ্বংস করবে না।"

৭ম ও ৮ম হিজরীতে সংঘটিত কতিপয় যুদ্ধ ও সেনাভিযানের বর্ণনার প্রেক্ষাপটে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবন চরিত

মাননীয় লাঈক আহমদ চীমা সাহেব শহীদ (করাচি), মাননীয় ডক্টর মাসউদুল হাসান নুরী সাহেব (রাবোয়া)-এর সহধর্মিনী মাননীয়া সাহেবযাদি আমাতুল মুসাওয়ার নুরী সাহেবা এবং মাননীয় হাসান সানুগু আবু বকর সাহেব (মুবাল্লিগ, বুর্কিনাফাসো)-এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৫ এপ্রিল, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (২৫ শাহাদাত, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন যুদ্ধভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে ফাদাক অভিমুখে (প্রেরিত) হযরত গালেব বিন আব্দুল্লাহ্ লায়সী (রা.)-র যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) সপ্তম হিজরীর শাবান (মাসে) ত্রিশজন সদস্যসহ ফাদাকে বনু মুররার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। বনু মুররা বশীর বিন সা'দ (রা.)-র সকল সাথীকে শহীদ করেছিল। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৩২)

পূর্বে এর উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) যখন হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.)-র সাথিদের শাহাদতের সংবাদ পান তখন তিনি হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) -কে প্রস্তুত করেন এবং বলেন, যাও এবং সেখানে গিয়ে পৌঁছাও যেখানে হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.)-র সাথিরা শহীদ হয়েছিলেন আর আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে বিজয় দান করেন তাহলে তাদের কাউকে ছাড়বে না। (শত্রুরা, যারা অন্যায় করেছিল, হত্যা করেছিল, মুসলমানদের শহীদ করেছিল; তাদেরকে ছাড়বে না।) মহানবী (সা.) তাঁর সাথে দুশ' সাহাবীকে প্রস্তুত করেন এবং তাদের জন্য পতাকা বাঁধেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪০)

হযরত গালেব (রা.) শত্রুদের কাছাকাছি (স্থানে) পৌঁছে গোয়েন্দা প্রেরণ করেন অর্থাৎ, তিনি হযরত উলবা বিন যায়েদ (রা.)-কে দশজন সদস্যসহ শত্রুশিবির অভিমুখে প্রেরণ করেন। তারা (সেখানে) এক দল লোক দেখতে পান এবং হযরত গালেব (রা.)-র কাছে ফেরত এসে পুরো অবস্থা বর্ণনা করেন। (এরপর) হযরত গালেব (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে শত্রুর এতটা কাছে পৌঁছে যান যে, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলেন। শত্রুরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল। হযরত গালেব (রা.) আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন এবং নিজের সাথিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন যে, 'আমি তোমাদেরকে সেই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্, যার কোনো শরীক নাই- তাঁর তাকওয়ার অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি আর তোমরা আমার আনুগত্য করো এবং আমার অবাধ্যতা কোরো না এবং আমার কোনো আদেশের বিরোধিতা কোরো না। কেননা, যে আনুগত্য করে না তার মতামত মূল্যহীন।' আরেক রেওয়ায়েতে এই বাক্যগুলো এভাবে এসেছে যে, তোমরা আমার অবাধ্যতা কোরো না। কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করে সে আমার অবাধ্যতা করে। অতএব তোমরা যদি আমার অবাধ্য হও তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর অবাধ্য হবে।' এরপর তিনি তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন এবং বলেন, হে অমুক! তুমি তমুক ব্যক্তির সাথে থাকবে আর হে তমুক! তুমি অমুক ব্যক্তির সাথে থাকবে। তোমরা কেউ তার ভাইয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না আর এমনটি যেন না হয় যে, তোমাদের মাঝে কেউ আমার কাছে আসবে আর আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করব যে, তোমার সাথী কোথায় তখন বলবে, আমি জানি না। এরপর তিনি বলেন, আমি যখন তকবীর বলব তখন তোমরাও আমার সাথে তকবীর বলবে। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হলে মুসলমানরা শত্রুদেরকে ঘিরে ফেলেন তখন হযরত গালেব (রা.) তকবীর পাঠ করলে অন্য সাহাবীরাও তকবীর বলেন এবং তরবারি ধারণ করেন। শত্রুরাও প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে আসে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলতে থাকে আর মুসলমানরা যেভাবে চেয়েছে, তাদেরকে হত্যা করেছে। সেদিন মুসলমানদের রণসংকেত ছিল, আমিত! আমিত!

মুসলমানরা বেশ কিছু উট এবং ছাগপাল মালে গণিমত হিসেবে হাঁকিয়ে নিয়ে আসেন। প্রত্যেকের ভাগে দশটি করে উট অথবা একটি উটের পরিবর্তে দশটি ছাগল আসে। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৬)

এরপর আরেকটি সারিয়্যা হলো, হযরত শুজাআ' বিন ওহাব (রা.)-র যুদ্ধাভিযান। যা 'সী' অভিমুখে হয়েছিল। এই যুদ্ধভিযান অষ্টম হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) হযরত শুজাআ' বিন ওহাব (রা.)-র সেনাপতিত্বে 'সী' অভিমুখে সংঘটিত হয়েছিল। 'সী' মদীনা থেকে পাঁচ রাতের দূরত্বে অবস্থিত মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী একটি স্থান ছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪২)

হযরত শুজাআ' (রা.)-র পিতার নাম ছিল, ওহাব বিন রবীয়্যা। হযরত শুজাআ' (রা.) সেসব প্রবীণ সাহাবীর মাঝে গণ্য হন, যারা প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (তিনি) মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের ৬ বছর পর মহানবী (সা.)-এর সম্মতিতে ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী দ্বিতীয় কাফেলায় যোগ দিয়ে হাবশায় চলে গিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে মক্কাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে, এই গুজব শুনে হযরত শুজাআ' (রা.) ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন তখন তিনি (রা.) তার ভাই উকবা বিন ওহাব (রা.)-র সাথে মক্কার ভূমিকে বিদায় জানিয়ে মদীনায় চলে যান। হযরত শুজাআ' (রা.) বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। (তিনি) চল্লিশ বছরের কিছু বেশি বয়সে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

(শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১)

যাহোক, এই যুদ্ধভিযানের বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) লাগাতার এই সংবাদ পাচ্ছিলেন যে, 'সী' অঞ্চলের বনু হাওয়াযিন (গোত্র) ইসলামের শত্রুদের সাহায্য করছে আর মুসলমানদের মিত্র

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

গোত্রগুলোর সদস্যদের লুটতরাজ করে বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে।

অষ্টম হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) মহানবী (সা.) হযরত শুজাআ' (রা.)-কে চব্বিশজন মুজাহিদসহ বনু হাওয়াযিনকে দমন করার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তাদেরকে বনু আমেরও বলা হতো। হযরত শুজাআ' (রা.) মুজাহিদদের সাথে রাতের বেলা সফর করতেন আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। এভাবে (এক) প্রভাতে বনু আমেরের নিকটে পৌঁছে তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেন। হযরত শুজাআ' (রা.) নিজের সৈন্যদেরকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করার নির্দেশ দেন। তারা অনেক উট এবং ছাগল লাভ করেন যেগুলো তারা হাঁকিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করেন। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে পনেরোটি উট আসে। এই যুদ্ধাভিযানে পনেরো দিন ব্যয় হয়।

(গাযওয়াত ওয়া সারিয়্যা, পৃ: ৪১৫) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৭)

এরপর আরেকটি যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা হযরত কা'ব বিন উমায়ের (রা.)-র যেটি 'যাতে আতলা'অভিমুখে হয়েছিল। এই অভিযান অষ্টম হিজরীর ৮ই রবিউল আউয়ালে সংঘটিত হয়েছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৩)

মহানবী (সা.) হযরত কা'ব বিন উমায়ের গিফারী (রা.)-কে 'যাতে আতলা' অভিমুখে প্রেরণ করেন, যা সিরিয়ার ওয়াদিউল কুরার পশ্চাতে এবং মূতার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। যেটি মদীনা থেকে প্রায় ছয়শ' মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল।

হযরত কা'ব (রা.) -র সাথে পনেরো জন সাহাবী ছিলেন। মহনবী (সা.) সংবাদ লাভ করেন যে, বনু কাদা- ওয়াদিউল কুরা থেকে অগ্রসর হয়ে 'যাতে আতলা'য় মুসলমানদের ওপর আক্রমণের জন্য একটি বড়ো দল গড়ার প্রস্তুতি আরম্ভ করেছে। (গাযওয়ায়ে মুতা ওয়া সারিয়্যা ওয়াল বাউস, পৃ:২১৯)

'যাতে আতলা'য় পৌঁছে হযরত কা'ব (রা.) শত্রুর অনেক বড়ো সৈন্যদলের মুখোমুখি হন। এর কারণ হলো, হযরত কা'ব (রা.) যাত্রা করে যখন 'যাতে আতলা'র কাছাকাছি পৌঁছেন তখন শত্রুর এক গুপ্তচর তাদের দেখে ফেলে আর সে তৎক্ষণাৎ নিজের লোকদেরকে মুসলমানদের আগমনের সংবাদ প্রদান করে।

তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করে। সাহাবীরা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান কিন্তু তারা অস্বীকার করে। তারা সাহাবীদের ওপর তির নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তাদের এই আচরণ দেখে তাদের সাথে জীবনবাজি রেখে লড়াই করে। এমনকি লড়াই করতে করতে সবাই শহীদ হয়ে যান।

সেই সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন সাহাবী নিহতদের মাঝে আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। তিনি সেখান থেকে বেঁচে ফিরেন। এক বর্ণনা অনুসারে তিনি ছিলেন স্বয়ং হযরত কা'ব বিন উমায়ের (রা.)।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৭) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৩) (গাযওয়াত ওয়া সারিয়্যা, পৃ: ৪১৬)

যাইহোক, লিখিত আছে, রাত যখন শীতল হয় তখন তিনি (বাহনে) আরোহণ করে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাঁকে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তাঁর (সা.) কাছে এই সংবাদ চরম দুঃসহ মনে হয়।

(কিতাবুল মাগাযি, লিল ওয়াকিদি, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০২)

মহানবী (সা.) তখনই তাদের অভিমুখে একটি সেনাদল প্রেরণের সংকল্প করেন। এরপর মহানবী (সা.) জানতে পারেন, তারা (শত্রুরা) সেই স্থান থেকে সরে অন্য কোথাও চলে গেছে তাই তিনি (সা.) এই পরিকল্পনা স্থগিত করেন।মুতা-র যুদ্ধ এটি ৮ হিজরি সনের জমাদিউল উলা বা ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মুতা সিরিয়ার সীমান্তে বালকা এলাকায় একটি বসতি, যা মদিনা থেকে প্রায় ছয়শত মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এটিকে জায়শুল উমারার যুদ্ধও বলা হয়, কেননা মহানবী (সা.) এই বাহিনী রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এর একাধিক সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৪) (আনারাতুদ দুজি ফি মাগাযি, পৃ: ৫৫৮)এই যুদ্ধের কারণ হিসেবে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) হযরত হারেস বিন উমায়েরকে বসরার শাসকের কাছে দূত হিসেবে নিজ পত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন মুতা নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন শুরাহবিল বিন আমর গাসসানি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে যে, কোথায় যাচ্ছো? তিনি জানান যে, সিরিয়া যাচ্ছি। শুরাহবিল জিজ্ঞেস করে, তুমিকি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দূত? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি রসূ লুল্লাহ (সা.)-এর বার্তাবাহক। তখন শুরাহবিল-এর নির্দেশে তাঁকে বেঁধে ফেলা হয়। অর্থাৎ, নিজ সঙ্গীদের সে বলল, একে বেঁধে ফেলো। এরপর শুরাহবিল তাঁকে শহীদ করে দেয়। যখন রসূলুল্লাহ (সা.) এই খবর পান, তখন এটি তাঁর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। তিনি (সা.) সাহাবীদের ডেকে হযরত হারেস বিন উমায়রে-এর শাহাদাত এবং তাঁকে শহীদকারীদের সম্পর্কে অবগত করেন। এ কারণেই মুতা-র যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫৫)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই যুদ্ধের কারণ ও পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে,যখন তিনি (সা.) কাবা যিয়ারত থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি সংবাদ পেতে থাকেন যে, সিরিয়ার সীমান্তে খ্রিষ্টান আরব গোত্রগুলি ইহুদি ও কাফেরদের উসকানিতে মদিনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অতএব তিনি পনেরোজন লোকের একটি দল এই উদ্দেশ্যে সিরিয়ার সীমান্তের দিকে প্রেরণ করেন যাতে তারা তদন্ত করে জানতে পারে যে,এসব গুজব কতটা সত্য। যখন এই লোকেরা সিরিয়ার সীমান্তে পৌঁছল, তখন দেখল যে, সেখানে একটি সেনাবাহিনী জমায়েত হচ্ছে। তখন ফিরে এসে রসূ লুল্লাহ (সা.)-কে খবর দেওয়ার পরিবর্তে, তবলীগের উৎসাহ, যা সেই সময়ে একজন মুমিনের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য ছিল, তাদের মাঝে প্রবল হয়ে উঠে এবং সাহসের সাথে এগিয়ে গিয়ে তারা সেখানকার লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করে। যারা শত্রুদের উসকানিতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেশে আক্রমণ করে তা জয় করতে চেয়েছিল, তারা এই লোকদের তওহীদের শিক্ষায় কীভাবে প্রভাবিত হতে পারত! তাদের ওপর তবলীগের কোনো প্রভাব পড়ার কথা ছিল না। তারা এই লোকদের ইসলামের শিক্ষা শোনাতে শুরু করতেই চারদিক থেকে সৈন্যরা ধনুক হাতে নেয় এবং তাদের ওপর তীর বর্ষণ করতে আরম্ভ করে।মুসলমানরা যখন দেখল যে, আমাদের তবলীগের উত্তরে যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপনের পরিবর্তে এই লোকেরা তির নিক্ষেপ করছে, তখন তারা পালিয়ে যায়নি এবং শত-সহস্র লোকের এই জনতা থেকে তারা নিজেদের জীবন বাঁচায়নি; বরং একজন সত্যিকার মুসলমান হিসেবে সেই পনেরো জন এই শত-সহস্র লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং সবাই সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।"

[আজ এই নামধারী মুসলমানরা আহমদীদের সাথেও একই আচরণ করছে।]

"রসূলুল্লাহ (সা.) অপর একটি বাহিনী পাঠিয়ে সেই লোকদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন, যারা এই ধরনের অত্যাচারপূর্ণ কাজ করেছিল। কিন্তু এরই মাঝে তিনি জানতে পারেন যে, সেই বাহিনী যা সেখানে জমায়েত হচ্ছিল, তা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে এবং অন্যত্র চলে গেছে, তাই তিনি (সা.) এই ইচ্ছা কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করে দেন।

এই সময়েই রসূলুল্লাহ (সা.) গাসসান গোত্রের প্রধানকে, যিনি রোমান শাসনের পক্ষ থেকে বসরার শাসক ছিলেন, অথবা স্বয়ং রোমসম্রাট কায়সারকে একটি পত্র লিখেছিলেন। সম্ভবত এই পত্রে উপরোক্ত ঘটনার অভিযোগ ছিল যে,কিছু সিরিয়ান গোত্র ইসলামী এলাকায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তারা বিনা কারণে পনেরো জন মুসলমানকে হত্যা করেছে। এই চিঠি আল-হারেস নামের এক সাহাবীর হাতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সিরিয়ার দিকে যাওয়ার পথে মুতা নামক স্থানে থামেন, যেখানে গাসসান গোত্রের এক প্রধান স ারজিল (তিনি সারজিল লিখেছেন, যে কায়সারের নিযুক্ত শাসকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল) তার সাথে দেখা করে। আমার মনে হয় এটি লেখার ভুল, আসল নাম হলো শুরাহবিল। সে তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কোথায় যাচ্ছো? তুমি কি রসূ লুল্লাহ (সা.)-এর দূত? তিনি বলেন, হ্যাঁ। এতে সে তাকে বন্দি করে দড়ি দিয়ে বেঁধে মারতে মারতে তাকে হত্যা করে। যদিও ইতিহাসে এর ব্যাখ্যা নেই, তবে এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, পূর্বে যে বাহিনী পনেরো জন সাহাবীকে হত্যা করেছিল, এই শুরাহবিল সম্ভবত তার নেতাদের মধ্যে একজন ছিল। অতএব তার এই প্রশ্ন করা যে, তুমি কি মুহাম্মদ রসূ লুল্লাহ (সা.)-এর দূতদের মধ্যে একজন?- এটি বলছে যে, সে ভয় পাচ্ছিল মুহাম্মদ রসূ লুল্লাহ (সা.) কায়সারের কাছে অভিযোগ করবেন যে, তোমার এলাকার লোকেরা আমাদের এলাকার লোকদের ওপর আক্রমণ করছে। আর সে ভয় পাচ্ছিল যে, হয়ত বাদশাহ এর কারণে আমাদের কাছে জবাবদিহি চাইতে পারে। অতএব সে নিজের মঙ্গল এতেই দেখল যে, দূতকে হত্যা করবে যাতে বার্তা-ও না পৌঁ ছে এবং কোনো তদন্ত -ও না হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তার এই দুষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে দেননি এবং কোনো না কোনোভাবে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে হারেস-এর নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে যায়

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal,
From- Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

আর তিনি (সা.) প্রথম ঘটনা ওএই ঘটনার শাস্তি দেওয়ার জন্য তিন হাজারেরএকটি বাহিনী প্রস্তুত করে যায়েদ বিন হারেসার অধীনে, যিনি তাঁর (সা.)মুক্ত করা দাস ছিলেন, সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৩১-৩৩৩)

এই সময়ে মহানবী (সা.)-এর বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগের বিষয়ে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে তিন হাজার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং বলেন, যদি হযরত যায়েদ শহীদ হয়ে যান, তবে হযরত জাফর বিন আবু তালিব সেনাপতি হবেন, আর যদি হযরত জাফর বিন আবু তালিব শহীদ হয়ে যান, তবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবেন, আর যদি তিনিও শহীদ হয়ে যান, তবে মুসলমানরা যাকে চায় তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করবে।

সেখানে নোমান নামের একজন ইহুদি উপস্থিত ছিল, সে বলল, হে আবুল কাসেম! [ইহুদিরা মহানবী (সা.)-কে এই নামে ডাকত], যদি আপনি নবী হন, তবে আপনি যাদের নাম নিয়েছেন, তারা কম হোক বা বেশি, সবাই শহীদ হয়ে যাবে। তারপর সে বলতে থাকে যে, বনী ইসরাইলের নবীরা যখন কাউকে জাতির সেনাপতি নিযুক্ত করতেন এবং এরপর বলতেন যে, যদি অমুক মারা যায় তবে অমুক সেনাপতি হবে, তারা যদি একশ জনেরও নাম নিতেন, তবে তারা সবাই মারা যেতো। তারপর সেই একই ইহুদি হযরত যায়েদকে বলে, যায়েদ! ওসিয়্যত করে যাও। যদি মুহাম্মদ (সা.) সত্য নবী হন, তবে তুমি আর ফিরে আসতে পারবে না। হযরত যায়েদ উত্তরে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ,তিনি (সা.) সত্য ও পবিত্র রসূল।

মহানবী (সা.) যখন সেনাপতিদের নিযুক্ত করছিলেন, তখনকার একটি ঘটনা এই যে, হযরত জাফর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত। আমার এই ধারণা ছিল না যে, আপনি হযরত যায়েদকে আমার উপর সেনাপতি নিযুক্ত করবেন। তিনি বলেন, আমি উচ্চ বংশীয়, (অথচ) আমাকে নিযুক্ত করা হয় নি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যাও, তুমি জানো না যে, কোনটি উত্তম। মহানবী (সা.) হযরত যায়েদকে একটি সাদা পতাকা প্রদান করেন এবং তাকে উপদেশ দেন যে, হযরত হারেস বিন উমায়ের-এর শাহাদাতের স্থানে পৌঁছে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা গ্রহণ করে তবে ভালো, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'লার কাছে সাহায্য চেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৫)

রসূলুল্লাহ (সা.) এই লোকদের বিদায় জানান এবং ওসিয়তও করেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, লোকজন প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা হয় এবং মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে জুরফ নামক স্থানে সেনাবাহিনী একত্রিত হয়। রসূলুল্লাহ (সা.)-ও তাদের বিদায় জানাতে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত আসেন। মহানবী (সা.) যুদ্ধের জন্য যাত্রা করার পূর্বে ইসলামী সৈন্যবাহিনীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করার এবং নিজের সঙ্গীসাথি মুসলমানদের হিতসাধনের ওসিয়্যত করছি। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আল্লাহ্‌র অস্বীকারকারীদের সাথে মোকাবিলা করো। ধোঁকা দেবে না, খিয়ানত করবে না, কোনো দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে এবং কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকে হত্যা করবে না। কোনো খেজুর গাছ কাটবে না, কোনো গাছ কাটবে না, বরং কোনো ধরনের গাছ কাটবে না এবং কোনো ভবন ধ্বংস করবে না। "

(শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ:৩৪২) এমনকি যে ব্যক্তি যুদ্ধের সেনাপতি তথা কমান্ডার ছিলেন তাকে তিনি (সা.) বলেন, তুমি যখনই কোনো মুশরিকের দেখা পাবে তখন তাকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাবে। সে যেটি মেনে নেবে তা তুমিও মেনে নেবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেবে না। তাদেরকে এ আহ্বান জানাবে, যেন তারা নিজ শহর থেকে মুহাজিরদের শহরে চলে আসে। তারা যদি এমনটি করে তবে তাদেরকে বলবে, তাদের জন্য তা-ই বরাদ্দ- যা মুহাজিরদের জন্য বরাদ্দ এবং তাদের ওপর সেটিই প্রযোজ্য- যা মুহাজিরদের ওপর প্রযোজ্য। আর তারা যদি অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদেরকে বলবে, অরণ্যবাসী মুসলমানদের দিকে যাও! এরা গ্রামের অধিবাসী। তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ সেটিই- যা অন্যান্য মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (তথা মালে গনিমত) এবং যুদ্ধবিহীন লব্ধ সম্পদ (তথা মালে ফ্যায়) থেকে কিছুই পাবে না- মুসলমানদের সাথে মিলে জিহাদে অংশগ্রহণ করলেও না। তারা যদি এটিরও অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। তোমরা যদি কোনো দুর্গ কিংবা শহর অবরুদ্ধ করে ফেলো এবং তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে জিম্মাদার সাব্যস্ত করতে চায় তবে তোমরা তাদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে জিম্মাদার বানাবে না। অর্থাৎ তাঁদের দোহাই দিয়ে অঙ্গীকার করবে না, বরং নিজেদের এবং নিজ পিতৃপুরুষদের দোহাই দেবে, কেননা তোমরা যদি নিজেদের এবং নিজ পিতৃপুরুষদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করো তাহলে সেটি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গের চেয়ে অনেক লঘু বিষয় হবে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৬)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে প্রদান করেছেন, মহানবী (সা.) নির্দেশ প্রদান করেন, যায়েদ বিন হারেসা সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হবেন, তিনি যদি মারা যান তখন জাফর বিন আবি তালিব সেনাপতি হবেন, তিনি যদি মারা যান তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবেন, আর তিনিও যদি মারা যান তাহলে মুসলমানরা নিজেদের মাঝ থেকে কাউকে নির্বাচন করে নিজেদের সেনাপতি বানাবেন। সে সময় একজন ইহুদী তাঁর (সা.) কাছে বসে ছিল। সে বলল, হে আবুল কাসেম! আপনি যদি সত্য হন তাহলে এই তিন ব্যক্তি অবশ্যই মারা যাবে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা নিজ নবীদের মুখনিঃসৃত বাণী পূর্ণ করে থাকেন। অতঃপর সে যায়েদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি সত্য সত্যই বলছি, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ যদি খোদার সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে তুমি কখনোই জীবিত ফেরত আসবে না।

যায়েদ উত্তরে বলেন, আমি ফেরত আসব কি আসব না (তাতে কিছু যায় আসে না), কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সত্য নবী।

পরের দিন ভোরে এই সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হয় আর মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা তাদেরকে বিদায় দিতে যান। মহানবী (সা.) -এর জীবদ্দশায় তাঁর নেতৃত্ব ছাড়া এত বড়ো সেনাদল কোনো মুসলমান সেনাপতির অধীনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে যাত্রা করে নি।

মহানবী (সা.) এই সেনাদলের সাথে অগ্রসর হতে থাকেন এবং উপদেশ প্রদান করতে থাকেন। অবশেষে মদীনার বাইরে সে স্থানে গিয়ে তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে যান যে স্থান দিয়ে তিনি (সা.) মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন এবং যেখানে দাঁড়িয়ে সচরাচর মদীনাবাসী তাদের মুসাফিরদের বিদায় দিত। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন,

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করার নসীহত করছি। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি (সা.) সেনাবাহিনীকে উপদেশ দিয়ে বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার ত াকওয়া অবলম্বনের উপদেশ প্রদান করছি আর তোমাদের সাথে যত মুসলমান রয়েছে তাদের সবার সাথে সদাচরণেরও। তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে যুদ্ধে যাও আর তোমাদের এবং আল্লাহ্‌র শত্রু, যারা সিরিয়াতে অবস্থান করছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তোমরা যখন সিরিয়াতে গিয়ে পৌঁছাবে সেখানে এমন কতক মানুষকে দেখতে পাবে, যারা উপসানালয়ে বসে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করছে। তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না, তাদেরকে বিরক্ত করবে না, তাদেরকে কষ্ট দেবে না, শত্রুপক্ষের কোনো নারী, শিশু, অন্ধ বা কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। কোনো গাছ কাটবে না। কোনো ভবন ধ্বংস করবে না। এই নসীহত করে মহানবী (সা.) সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ইসলামী সেনাবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৩৩-৩৩৪)

আরেকটি স্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন, সমস্ত বর্ণনার পরে তিনি (রা.)বলেন, ঐশীপ্রজ্ঞা অনুযায়ী এ ঘটনা অবিকল সেভাবেই পূর্ণ হয়। অর্থাৎ যে শহীদ নেতাগণের শাহাদাত সম্পর্কে তিনি(সা.) বলেছিলেন সেভাবে। প্রথমে হযরত যায়েদ শহীদ হন। এরপর হযরত জাফর (রা.) সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও শহীদ হন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.) সেনাবাহিনীর কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং বাহিনীতে ছত্রভঙ্গের দশা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়, এমতাবস্থায় হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) কতক মুসলমানের অনুরোধক্রমে নিজ হাতে পতাকা তুলে নেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের মাধ্যমে

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

"আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী।"

(সূরা নিসা: ৮৭)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

মুসলমানদের বিজয় দান করেন এবং তাঁরা নিরাপদে সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।"

(ফারিযায়ে তাবলীগ অউর আহমদী খোয়াতীন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪০৬)

এ বর্ণনা এখনো চলমান এবং ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও চলবে। এখন আমি একজন শহীদ ও কতক মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই এবং বাইরে তাঁদের জানাযা পড়াবো।

শহীদের বৃত্তান্ত হলো, গত সপ্তাহে করাচিতে লায়েক আহমদ চীমা সাহেব শহীদ হয়েছেন। তিনি চৌধুরি নযীর আহমদ চীমা সাহেবের পুত্র। তাঁকে ১৮ এপ্রিল তারিখে শহীদ করা হয়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউন। জনতা (মব) তার ওপর আক্রমণ করে আর অত্যন্ত বর্বরোচিত কায়দায় শহীদ করেন। (মৃত্যুকালে) মরহুমের বয়স ছিল ৪৭ বছর।

(প্রেরিত) রিপোর্ট অনুযায়ী ঘটনার দিন সংবাদ পাওয়া যায়, বিরোধীরা মিছিল আকারে আহমদীয়া হলের বাইরে সমবেত হয়ে নৈরাজ্য করছে। জুমআর দিন মুকাররম লায়েক আহমদ চীমা সাহেবকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। বিরোধীরা লায়েক আহমদ সাহেবকে চিনে ফেলে এবং তাঁকে আক্রমণ করে। অতঃপর টেনে হিঁচড়ে অদূরে মোড়ে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে বর্বরোচিত কায়দায় ইট-পাথর দিয়ে একের পর এক আঘাত করে শহীদ করে। হত্যাকাণ্ডের এক পর্যায়ে সেখানে এক দোকান ব্যবসায়ী তাঁকে পানি পান করাতে উদ্যত হলে জনতা তাকেও এ কাজে বাধা দেওয়া হয়। ঘটনার আধা ঘণ্টা পরে সেখানে পুলিশ পৌঁছে। এরপর মরদেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

প্রপিতামহ বাহাউল নগর জেলা নিবাসী মুকাররম চৌধুরী হাকিম আলী চিশতি সাহেবের মাধ্যমে শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন হয়। যিনি প্রথম খেলাফতের যুগে বয়আত করে আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। শহীদ মরহুমের শিক্ষা খুব একটা বেশি ছিল না বটে, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত একটি ওয়ার্কশপ খুলেছিলেন এবং মোটর সাইকেল মেরামতের কাজ করতেন আর তাঁর এ ওয়ার্কশপের ব্যাবসা অনেক বড়ো পরিসর পেয়েছিল। তাঁর সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধির কারণে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের গাড়ি তাঁর কাছেই ঠিক করাতো। এ কারণে তাঁর সামাজিক সম্পর্ক বেশ বিস্তৃত ছিল। আল্লাহ্‌র ফযলে শহীদ ওসিয়্যতকারী ছিলেন। জামা'তি কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে ও সেবার জন্য সদা তৎপর থাকতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। সন্তানদেরকে নিয়মিত নিজের সাথে বাজামা'ত নামায পড়তে নিয়ে যেতেন। ওয়ার্কশপের আহমদী কর্মচারী এবং বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের নামাযের খোঁজ রাখতেন। কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কাজ রেখে নামায পড়াকে প্রাধান্য দিতেন। এমনটি নয় যে কাজেই মগ্ন থাকতেন। সাধরণত এ ধরনের ব্যবসায়িরা আর এমন ব্যস্ত লোকেরা নামাযের প্রতি মনোযোগ দেয় না কিন্তু তিনি কখনো নামায কাযা করেন নি। অত্যন্ত মিশুক ও সৌহার্দ পূর্ণ ছিলেন। প্রত্যেকের সাথে আত্মিক সম্পর্ক রাখতেন। খেলাফতের সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল । এম.টি.এ-এর প্রোগ্রামসমূহ বিশেষকরে এম.টি.এ-তে আমার যে খুতবা প্রচারিত হয়-তা অবশ্যই শুনতেন। জামা'তের মামলাসমূহের খোঁজ খবর রাখা এবং দায়িত্ব পালনে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। শাহাদাতের ঘটনার দুই দিন পূর্বেও আদালতে বিরোধীদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত আক্রমণাত্মকভাবে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

এর আগেও তিনি বারবার হুমকি পেয়েছিলেন। কুরআন মজিদের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। আগে ভালোভাবে কুরআন পড়তে পারতেন না, কিন্তু বয়স হওয়ার পর তিনি কুরআন পাঠ শিখেন এবং নিয়মিত তিলাওয়াতও করতেন এবং রেকর্ডিংও শুনতেন। তার ওয়ার্কশপে কুরআন করীমের রেকর্ডিং বাজিয়ে রাখতেন।

শাহাদাতের ঘটনার পূর্বে এক বন্ধু তার নিকট নিজের অসুস্থতার জন্য রক্তের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন, এর উত্তরে শহিদ মরহুম বলেন, জুমার নামাযের পর আমি নিজেই গিয়ে তোমাকে রক্ত দিব।" কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা ভিন্ন ছিল। তিনি তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন।

তার দুইজন স্ত্রী ছিল। তার প্রথম স্ত্রী মরিয়ম লাইক বলেন, "তিনি আমার প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখতেন, সন্তানদের উত্তভাবে তরবিয়ত করতেন এবং নামায আদায়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন।"

দ্বিতীয় স্ত্রী বলেন, "তিনি আমাদের দুইজনকে এমনভাবে রেখেছেন ফলে আমরা দুই বোনের মতো থাকতাম। তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কম ছিল, কিন্তু সাধারণ জ্ঞান অনেক বেশি ছিল। অধিকাংশ সময়ই তার আলোচনার বিষয়বস্তু থাকত নবী-রসূল। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আমারও তরবিয়ত করতেন। এই দ্বিতীয় স্ত্রী যিনি হলেন ফারাহ্ লাইক। তিনি বলেন, আমারও তরবিয়ত করতেন। আমার পিতা-মাতাও আমার ততটা তরবিয়ত করেন নি যতটা আমার স্বামী বিয়ের পর দুই বছরে আমার তরবিয়ত করেছেন।

শহিদ মরহুমের ভাই বলেন, "ভাই বারবার শাহাদাত লাভের কথা বলতেন এবং বলতেন, 'এই নেয়ামত সৌভাগ্যবানরা পেয়ে থাকে।' প্রায়ই বলেতেন, 'আমার যদি কুরবানির সময় আসে তাহলে বুক পেতে গুলি নিব।' তিনি আরও বলেন, যতই বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থি তি হোক না কেন, তার ভাইদেরকেও তিনি সর্বদা এটি বলতেন- মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা উচিত কেননা এটিই সাহস দেখানোর সময়।"

তার পুত্র হিযকিল আহমদ যার বয়স এখন বারো। সে বলে, আমাকে আমার বাবা উপদেশ দিয়েছিলেন যে 'ভয় পেয়ো না।' এ কারণে আমি আমার বাবার শাহাদাতে মোটেও ভয় পাই নি। সে অনেক বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখিয়েছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে। সে বলে, আমিও আমার বাবার মতো সাহসী এবং বুক পেতে গুলি নিতে প্রস্তুত।

তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই স্ত্রী ছাড়াও সাত সন্তান, এক বোন ও এক ভাই রেখে গেছেন। বড় মেয়ের বয়স ১৭ বছর, ছোট মেয়ের বয়স দেড় বছর। তিনি স্বপ্নের ভিত্তিতে তার স্ত্রীকে বলেছিলেন যে, আমি আরেকটি সন্তান লাভের স্বপ্ন দেখেছি। দ্বিতীয় স্ত্রী বলছেন, আমি যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই তখন জানতে পারি, আল্লাহ তা'লা আমাকেও সন্তানের নিয়ামত দ্বারা আশিষমণ্ডিত করেছেন।

হালকা সোসাইটির মুরব্বী তৌসিফ সাহেব বলেন, মরহুম পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামা'ত নামায সেন্টারে আদায় করতেন। তিনি তাহাজ্জুদ গুজার, নিয়মিত নফল আদায়কারী, খিলাফতের প্রতি আনুগত্যপরায়ণ, দয়াশীল, যথাসাধ্য আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায়কারী, চলার পথে সমস্যা ক্লিষ্টদের প্রয়োজন অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ সাহায্য করতেন। কারো গাড়ি খারাপ হলে রাস্তায় থেমে তাদের সাহায্য করতেন। অভাবীদের নিভৃতে সাহায্য করতেন। সর্বদা পুণ্যের পথ অবলম্বনকারী এবং সর্বক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ সেবক ছিলেন। আল্লাহ তা'লার সত্ত্বায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। নিজের সকল কাজ ও সফলতাকে আল্লাহর কৃপা মনে করতেন। প্রতিকুল পরিস্থিতি এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও সর্বদা সঠিক সময়ে নামায সেন্টারে বাজামা'ত নামায আদায় করতেন। কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রাগের বশে কেউ তার সাথে কিছু বললে তিনি নিরব থাকতেন, কখনো প্রতিউত্তর দিতেন না বরং মৃদু হেসে সেই সভা থেকে চলে যেতেন।

একইভাবে সেক্রেটারি মাল সাহেব বা প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেছেন, একবার আমাদের হিসাবে ভুল হয়েছিল। যে কারণে ভুলবশত তাকে বলা হয় যে, আপনার চাঁদা বাকি রয়েছে। জবাবে তিনি কোনো প্রতিউত্তর দেন নি বা প্রশ্ন করেন নি আর তিনি তা আদায় করে দেন। চাঁদার অংক অনেক বড়ো ছিল, প্রায় এক লাখ রুপি। পরবর্তীতে তাকে জানানো হয় যে, আমাদের হিসাবে ভুল ছিল। আপনার চাঁদা বাকি ছিল না বরং আপনি বেশি আদায় করেছেন। তখন তিনি বলেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি আল্লাহর রাস্তায় যা দিয়ে দিয়েছি তা এখন আমি ফেরত নিবো না। তিনি পরিবার নিয়ে বিদেশ পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন। প্রস্তুতি পূর্ণ ছিল। অতএব বর্ণনাকরী বলছেন, একদিন পূর্বে তিনি আমাকে বলেন, আমরা বিদেশে চলে যাব যেখানে ধর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। আমার ইচ্ছা হলো, আমার সন্তানদের আযান ও তাকবীর উচু আওয়াজে সুন্দরভাবে আপনি শিখিয়ে দিবেন যেন যখন বিদেশে গিয়ে ঘরে বাজামা'ত নামায আদায় করব তখন পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে আযান দিতে পারে এবং নামায আদায় করতে পারে। আল্লাহ তা'লা শহীদের মর্যাদা উন্নত করুন আর তাদের পরিবারকে নিরাপদে রাখুন। শত্রুদের ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন।

আজকেও একটি খবর এসেছে। কাসুরের এক এলাকায় এক আহমদী যুবককে শহীদ করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ এখনো আসে নি। আল্লাহ অত্যাচারীদের দ্রুত ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন।

তাদের জন্য এখন কেবল এটি দোয়া-

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا-

দ্বিতীয় জানাযা আমাতুল মুসাওয়ার নূরী সাহেবার , যিনি ডাক্তার মাসউদুল হাসান নূরী সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। কয়েক দিন পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ । তিনি হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের পোত্রি, নওয়াব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার নাতনি এবং মির্যা দাউদ আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি আল্লাহর কৃপায় ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তিনি আমার চাচাতো বোন ছিলেন।

ডাক্তার মাসউদুল হাসান বর্ণনা করেন, হযরত খলীফাতু ল মসীহ সালেস (রাহে.) নিজে আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন। হুযূর (রাহে.) তার কাছে জিজ্ঞেসও করেন নি, তার পিতামাতার কাছেও জিজ্ঞেস করেন নি, আর আমার পিতার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তার বিয়ে দিয়ে

দিই। এমতাবস্তায় যখন কর্নেল দাউদ সাহেব এবং তার স্ত্রীর কাছে যখন হুযূর (রাবে.) বলেন, তখন তারা বলেন, আমরা কিছু দিন ইস্তেখারা করে নিই। হুযূর বলেন, আমি ইস্তেখারা করেছি এখন আর ইস্তেখারার দরকার নেই। বিয়ে হোক। যাহোক, বিয়ে হয়। তিনি বলেন, আল্লাহর কৃপায় ৫১ বছরের দাম্পত্য জীবনে পারস্পারিক প্রেম, ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নিয়মিত নামাযী ও ইবাদতগুজার ছিলেন। দয়াশীল, অতিথি পরায়ণ ছিলেন। খোদার ওপর অনেক বেশি আস্থা ছিল। কয়েক বছর যাবত কুরআন করীমের গভীর অধ্যয়নের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। জামা'তের বিভিন্ন আলেমদের প্রায়শই প্রশ্ন করতে থাকতেন। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে পড়ার আগ্রহও সৃষ্টি হয়েছিলো।

এরপর ডাক্তার সাহেব বলেন, আমার জীবন উৎসর্গ করা ও আমার শিক্ষা অর্জনের পেছনে তাঁর অনেক বড়ো ভূমিকা ছিলো। যদি কোন আনন্দের উপলক্ষ্য থাকতো অথবা কোথাও ভ্রমণে যাওয়ার হতো, আর আমার হাসপাতালের ইমার্জেন্সি হতো, তাহলে ত্যাগ স্বীকার করতেন এবং বলতেন, আমিও তাহলে যাবো না। গত তিন চার বছর যাবত অনেক অসুস্থ ছিলেন। অনেক ধৈর্য্যের সাথে নিজ অসুস্থতার কষ্টকে সহ্য করেছেন, কখনো বহিঃপ্রকাশ করেন নি।

তাঁর পুত্র ডাক্তার খালেদ নূরি আমেরিকাতে বসবাস করেন, ফজলে উমর হাসপাতালে তিনিও ওয়াকফে আরযী করতে আসেন। তিনি বলেন, আমার মাতা জামা'তের একজন একনিষ্ঠ সেবিকা ছিলেন। খেলাফতের সাথে সীমাহীন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রাখতেন। কখনো কোন বৃথা অভ্যাস যেমন, মিথ্যা, পরনিন্দা, পরচর্চা প্রভৃতিতে লিপ্ত হতেন না। পবিত্র কুরআন পুরোটা অনুবাদসহ পড়েছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পুস্তকাদিও অধ্যয়ন করতেন। তাযকেরাকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন। সর্বদা নিজের সাথে রাখতেন। ঐতিহাসিক দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করারও তার আগ্রহ ছিলো। জাদুঘরের ব্যবস্থাপক ও গবেষকদের সাথে এই ব্যাপারে আলোচনা করতেন। এই আগ্রহে আমাকেও (খলীফা খামেস) তিনি অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। রাবওয়ার আশেপাশে বিশেষত নদী তিরের পাহাড়গুলোতে কিছু জিনিস তিনি দেখেছিলেন, অনুসন্ধান করেছিলেন, মাটি খুঁড়েছিলেন। এরপর যখন লন্ডন আসতেন এখানে আমাকেও এই কথাগুলোই বলতেন। সেসব জিনিস আমাকে দেখাতেন। তার পুত্র আরো লিখেন, তিনি অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের বিবাহতে অনেক আর্থিক সহযোগীতা করতেন। সকল কর্মচারীর সন্তানদের দেখাশোনা করতেন। বাচ্চা মেয়েদেরকে পবিত্র কুরআন পড়াতেন। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতেন যে, তাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে। লোকদের সাথে সাক্ষাতের সময় চেহারায় হাসি লেগে থাকতো।

তার কন্যা মুবারাকা লিখেন, আম্মার পড়ালেখার অনেক আগ্রহ ছিলো। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পুস্তকসমূহ হোক অথবা খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে কথা হোক অথবা হিন্দুধর্মের বিষয়ে পুস্তকাদি হোক; বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতেন। আর এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ওয়াকফে জিন্দেগীদের অনেক সম্মান করতেন। আমার পিতাকেও সব সময় তিনি সহযোগিতা করেছেন। অবসর গ্রহণের পর ডাক্তার সাহেব জীবন উৎসর্গ করলে তিনিও এসে পড়লেন। অথচ এর পরেও অনেক পার্থিব সুবিধাজনক চাকরি পাওয়া সম্ভব ছিলো। আমার পিতার অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন শোক প্রকাশ করতে আসলে তারাও বলছিলেন, বংশের লোকদের মাঝে যোগাযোগ স্থাপনকারীনি ছিলেন, সবার সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আমাকেও উপদেশ দিয়েছিলেন, নিজ ঘরের কথা কখনো বাহিরে বলবে না। যে কথা লেখার যুগ খলীফাকে লেখো। আর তিনি যে উপদেশ দেন এরপর তার ওপর আমল করা জরুরী। আর বলতেন, ঝগড়া বিবাদে সময় নষ্ট করো না।

তাহের হার্টের ড্রাইভার রয়েছেন, জালাল আহমদ খান তিনি বলেন, অনেক পূণ্যবতী, উন্নত চরিত্রের অধিকারীনী, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সর্বদা সফরে আমাদের প্রতিও লক্ষ রাখতেন এবং সফরে কুরআন করীমের অনুবাদের সিডি লাগাতেন আর সারা পথ সেটাই শুনতেন। আমার স্ত্রী সন্তানদের অনেক খেয়াল রেখেছেন। বড়ো শহরে যখন আমরা যেতাম তখন রাওয়ালপিন্ডি বা ইসলামাবাদের দোকানদারেরা চিনতো তাকে, যাতায়াত ছিলো। তারা জিজ্ঞেস করতো, অনেকদিন পর আসলেন। প্রথমদিকে জিজ্ঞস করতো তারা। তিনি বলতেন, এখন আমরা রাবওয়া চলে গিয়েছি, যেখানে জামা'তের হাসপাতাল রয়েছে, আমার স্বামী সেখানে কাজ করেন। কোন ভয় ছাড়াই বলে দিতেন। আমরা চিন্তিত হতাম। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হচ্ছে শ্রদ্ধেয় হাসান সানোগো আবু বকর সাহেবের। তিনি বুরকিনা ফাসো জামা'তের স্থানীয় মোবাল্লেগ ছিলেন। সম্প্রতি ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ রমযান মাসে তিনি প্রতিদিন জোলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের দরস প্রদান করতেন আর এই দরস রেডিও ইসলামিক আহমদীয়া থেকে সম্প্রচার হতো। মৃত্যুর একদিন পূর্বে অর্থাৎ ২২ মার্চও তিনি দরস দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা বুরকিনা ফাসোর একটি শহর বুবু জিলাসোতে সম্পন্ন করেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য মৌরিতানিয়া যান। সেখানে উচ্চ শিক্ষা শেষ করে মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। আরবী ভাষায় উচ্চ শিক্ষা এব ং কথা বলার চমৎকার দক্ষতা অর্জন করে ফিরে আসেন। আরবী ভাষায় তাঁর পুরো দক্ষতা ছিল এবং খুব ভাল আরবী বলতে পারতেন। আল আজহার থেকে ফিরে এসে তিনি আইভরি কোস্টে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে শত শত শিক্ষার্থী পড়াশুনা করতো। তখনও তিনি আহমদী হন নি। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা এবং চমৎকার বাগ্মীতার কারণে তিনি আইভরি কোস্টে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। যখন আহমদী মোবাল্লেগরা সেসব অঞ্চলগুলোতে তবলীগ শুরু করেন তখন বিরোধীরা আহমদীদের মোকাবেলা করার জন্য আবু বকর সাহেবকে উপস্থাপন করে। তিনি নিজ ভাষা দক্ষতার ব্যাপারে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। তিনি নিজে লিখেন, মোকাবেলার দিন অর্থাৎ যেদিন বিতর্ক আরম্ভ হয় আমি গর্বের সাথে বড় জোব্বা পরিধান করে আসি। আমি ভেবেছিলাম আজ আমি আহমদীদের পরাস্থ করে বিখ্যাত হয়ে যাবো এবং বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে নিব। কিন্তু খোদা তা'লা তাঁর স্বভাবে পবিত্রতা রেখেছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এটি উপলব্ধি করেন যে, সত্য আহমদীদের সাথে রয়েছে এবং দলিল-প্রমাণও তাদের কাছে রয়েছে। আল কাওলুস সারিহ ফি যহুরুল মসীহ ওয়াল মাহদী নামক পুস্তক তাঁকে দেওয়া হয় আর তা অধ্যয়নের পর আবিজানের আহমদী মোবাল্লেগ আব্দুর রহমান কানাতা সাহেবের সাথে তাঁর বিতর্ক হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাকে পথনির্দেশনা দেন এবং স্বল্পতম সময়ে সৎ সাহস দেখিয়ে তিনি আহমদীয়াত কবুল করে নেন। তাঁর বয়'আতের ঘটনা ১৯৮৬ সালের। সে সময় তিনি যুবক ছিলেন। তাঁর বয়স ২৪-২৬ বছর কিংবা ২৪-২৫ বছর ছিল।

বয়'আত গ্রহণের পর তিনি তাঁর মাদ্রাসা এবং জাগতিক খ্যাতি পরিত্যাগ করেন। সেই সময়ে আইভরি কোস্টে ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী আহমদী ছাত্রদের জন্য একটি স্বল্পমেয়াদী কোর্স হতো, তিনি তাতে ভর্তি হোন এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। খুব অল্প সময়ে তিনি জামা'তের সর্বোত্তম মোবাল্লেগ হয়ে ওঠেন। নিজ মাতৃভাষা জোলায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য তিনি খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী এবং জ্বালাময়ী বক্তা ছিলেন। স্বল্পতম সময়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে ফেলতেন। ১৯৯০ সালে ইদ্রিস শাহেদ সাহেবের বদলি হয় বুরকিনা ফাসোতে। তিনি শ্রদ্ধেয় আবু বকর সানোগো সাহেবকে আইভরি কোস্ট থেকে বুরকিন ফাসো নিয়ে আসার অনুমতি নেন। এখানে তিনি তবলীগের জিহাদে অংশ নেন এবং খুব অল্প সময়ে জোলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলোতে সফলতা আসতে শুরু করে। আর তাঁর তবলীগের ফলে অনেক নতুন নতুন জামা'ত সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯৯ সালে বুরকিনা ফাসোর ডোরি অঞ্চল যেখানে পূর্বে আমাদের কিছু (আহমদী) শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়। সেই অঞ্চলে আরবী ভাষার প্রচলন বেশি ছিল এবং স্থানীয় আলেমরা আরবীর দক্ষতা দেখিয়ে সাধারণ মানুষদের প্রভাবিত করার চেষ্ঠা করতো। তিনি (আবু বকর সাহেব) সেখানে বড়ো বড় আলেমদের সাথে বিতর্ক করেন এবং তাদের পরাজিত করেন। তিনি দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলেও তবলীগের কাজ করেন এমনকি অআহমদী আলেমরাও তাঁর মুখোমুখী হতে এবং তাঁর সাথে বিতর্কে জড়াতে ভয় পেতো। তিনি সেই এলাকায় বিশিষ্ট শায়েখ এবং আলেম হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই অঞ্চলে ব্যাপকহারে জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯১ সালে মাহদীয়াবাদের শহীদ ইমাম ইবরাহীম বিদিগা সাহেব এবং তাঁর সাথীদের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়, যারা খুব দ্রুত বয়'আত গ্রহণ করেন এবং পরবতীতে ২০২৩ সালে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে আহমদীয়াতের উজ্জল তারকায় পরিণত হন।

বু বু জিলাসোতে (শহরে) ২০০২ সালে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়াতের প্রথম আহমদীয়া রেডিও স্টেশন চালু হয় তখন থেকে আবু বকর সাহেব রেডিও স্টেশনের প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি খুবই উদ্যমী একজন দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন, তাঁর তবলীগে লাখ লাখ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছেছে এবং হাজার হাজার মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অনেক বছর ন্যাশনাল মজলিসে আমেলায় সেবা করা সুযোগ পেয়েছেন। মৃত্যুর সময়েও তিনি সেক্রেটারী রিশতানাতা ছিলেন। ২০১২ সালে মালীর সিকাসোতে (শহরে) তাঁর বদলি হয়। সেখানে তিনি (জামা'তের) অসাধারণ সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০১৯ সালে কতিপয় যুবক বুবু জিলাসোতে জামা'তী ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে দুষ্কর্ম করলে আমি তাঁকে পুনরায় বুবু জিলাসোতে পাঠাই, সেখানে পদায়ন করি। সেখানে তাঁকে জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও নিযুক্ত করা হয়। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 5 June 2025 Issue No.23

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রজ্ঞা, কঠোর পরিশ্রম ও দোয়ার মাধ্যমে সেই ফিতনার অবসান করেন এবং প্রত্যেকেই বয়আত নবায়ন করেন।

তাঁর অবর্তমানে তিনি মাতা, স্ত্রী, ভাই, তিনজন সন্তান, পৌত্র-পৌত্রি রেখে গেছেন। তাঁর স্ত্রী আয়েশা কোলি বালি (সাহেবা) বলেন, তিনি সর্বদা ইসলামের সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তিনি শারিরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও, সর্বদা জামা'তী অনুষ্ঠান এবং তবলিগী সফরকে প্রাধান্য দিতেন। কখনো যদি আমি তাকে বলতাম আপনার শরীরটা ভালো না একটু বিশ্রাম করে নিন, তখন তিনি বলতেন, আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি এবং নিজের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধর্মের সেবায় (নিজেকে) নিয়োজিত রাখবো। তাঁর স্ত্রী বলেন, যখন থেকে আমাদের বিয়ে হয়েছে, আমি কখনো তাঁকে একথা বলতে শুনি নি যে, আজ অসুস্থ তাই আজকে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে পারবো না। আমি দেখেছি যখনই কেউ কোন জামা'তী বিষয় বা ধর্মীয় সেবার জন্য আসতো তিনি দ্রুত সেই ব্যক্তির সাহায্য করতেন, পরবর্তীতে অসুস্থ হয়ে গেলেও। সাক্ষাৎ প্রার্থী, আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশিদের সাথে খুবই সদাচরণ করতেন। প্রত্যেকের সাথে ভালোবেসে আন্তরিকতার সাথে দেখা করতেন। একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। (তিনি) পবিত্র কুরআনের একজন মহান প্রেমিক ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রেমিক ছিলেন।

এটি হচ্ছে একজন ওয়াকফে জীন্দেগীর এবং একজন মুরুব্বীর দৃষ্টান্ত, যা আমাদের মুরুব্বীদেরকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আল্লাহ তা'লা জামা'তকে এমন ওয়াকফের চেতনায় সমৃদ্ধ ব্যক্তি (মুরুব্বী) প্রদান করতে থাকুন।

বুরকিনা ফাসোর প্রাক্তন (ন্যাশনাল) আমীর ইদ্রীস শাহেদ সাহেব লিখেছেন, তিনি (মরহুম) কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অনেক তবলিগী কর্মকান্ড করেছেন। সদা হাস্য বদন, জ্ঞানগত দিক থেকে সঠিক যুক্তি এবং সর্বদা সেবার উন্নতমান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। স্থানীয় মুবাল্লেগ দারাবুল হাসান বলেন, আমার শিক্ষক আবু বকর সাহেব মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন। একদিন সূরা আহযাবের ৩৮ নম্বর আয়াতের তফসির বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত যায়নবের (রা.) সাথে মহানবী (সা.) এর বিয়ের বিষয়ে অ-আহমদী মৌলবীদের মাথা-মন্ডু বিহীন বর্ণনার উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল যে, এই লোকেরা কিভাবে নিজেদের না বোঝার কারণে এমন বাজে বক্তব্য বিশ্বজগতের নেতা মহানবী (সা.) এর প্রতি আরোপ করে। বর্তমানে এই লোকেরা এমন (বাজে) কথা বললেও তা নবুয়তের অবমাননা হয় না, কিন্তু আহমদীরা সম্মান করলেও নবুওয়্যাতের আবমাননা হয়। নাম উচ্চারণ করলেও নবুয়তের অবমাননা হয়। তিনি আরো বলেন, সফরের সময়েও নিয়মিত তাহাজ্জুত আদায় করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিলো। কেউ জামা'তের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোন কথা বললে, তিনি সর্বদা নগ্ন তরবারির মতো জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতিরক্ষায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করতেন। কখনো কারো প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নিত করুন, তার বংশধরদের তাঁর পূণ্য কর্মসমূহ জারি রাখার সৌভাগ্য দান করুন। তাঁর দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

****

(৬ পাতার শেষাংশ)

দুরূদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। আর 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ' ২০০ বার পাঠ করুন।

এদিকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমরা যদি দোয়ার প্রকৃত শর্ত অনুযায়ী দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তবেই সফলতা (অর্জিত হবে)। যতটা দৃষ্টি দেওয়া উচিত ততটা দেওয়া হচ্ছে না। শুধুমাত্র এটি বলে দেওয়া, কিছু মানুষ তো আমাকেও লিখে দেয় যে, কেবল দোয়ার মাধ্যমে কিছুই হবে না, আরো কিছু করা প্রয়োজন। আর কী করা উচিত? আমাদের অস্ত্র তো কেবল দোয়া। এ সম্পর্কে পূর্বেও কয়েকবার বলেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছি। এটা চরম ভুল ধারণা যে, দোয়ার মাধ্যমে কিছুই হয় না। প্রকৃতপক্ষে দোয়াই হলো আমাদের সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন আর আমরা যেন দোয়ার প্রকৃত শর্ত পালনকারী হই। আমরা যদি কেবল এটা বলে দিই যে, দোয়ার মাধ্যমে কিছুই হয় না, তাই দোয়ার শর্ত পালন করব না। তাহলে এটা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের চরম ভুল অভিযোগ করা হবে। সুতরাং আমাদেরকে এজন্য ইস্তিগফার করা উচিত।

আজকে করাচিতে একটি ঘটনা ঘটেছে। সন্ত্রাসীরা, তথা জঙ্গিরা- নাম ইসলামের, কিন্তু মূলত জঙ্গিবাদ। আমাদের মসজিদে আক্রমণ করেছে এবং একজন আহমদীকে শহীদ করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এর বিস্তারিত বিবরণ এখনো পাওয়া যায় নি। বিস্তারিত বিবরণী আসলে তা বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা এসব অত্যাচারীদের ধরাশায়ী হওয়ার দ্রুত ব্যবস্থা করুন। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ মে, ২০২৫)

****

আহমদী ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (দারুল সানাত)-এ ভর্তি চলছে

(শিক্ষাবর্ষ: ২০২৫-২৬)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর অনুমোদন ও বিশেষ নির্দেশনায় ২০১০ সালে কাদিয়ানে 'দারুল সানাআত' (কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হল আহমদী ছাত্রদেরকে প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে সুদক্ষ করে তাদের জন্য উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া। কাদিয়ানের 'দারুল সানাআত' সরকারি প্রতিষ্ঠান NSIC এবং ISO নথিভুক্ত। এখানে একবছরের বিভিন্ন কোর্স করানো হয়। যেমন-

(1) Computer applications (2) Plumbing (3) Electrician (4) Welding (5) Motor Vehicle (6) Diesel Mechanic (7) AC & Refrigerator

কাদিয়ানের বাইরে থেকে আসা ছাত্রদের জন্য হোস্টেল ও মেসের ব্যবস্থা আছে। থাকা ও খাওয়ার কোন ফি নেওয়া হয় না। কোর্সের জন্য বোর্ড ফি সহজ কিস্তিতে নেওয়া হয় । যে সমস্ত আহমদী ছাত্র স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে নি কিম্বা অষ্টম ও দশম শ্রেণীর পর টেকনিক্যাল কোর্স করতে ইচ্ছুক, তারা এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। আহমদী ছেলেদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যহ Personality Development এবং English Speaking-এর ক্লাসও নেওয়া হয়। নতুন শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬ এর জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০২৫ সালের ১৬ই জুলাই থেকে ক্লাস আরম্ভ হবে।

বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত ইমেল ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন।

darulsanaat.qadian@gmail.com

Mob:9872725895, 8604024043

(Principal, Darul Sanaat)

১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir